CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-205 ■ 26 April, 2026 ■ আগরতলা ২৬ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১২ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্র দখলের দাবিতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের অধীনস্থ ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। আজ মথার কর্মীরা ছবিমুড়ার মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দখলদারীর দাবি জানিয়েছেন। যার জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় পর্যটন পরিষেবা। তাদের স্পষ্ট কথা, ছবিমুড়ায় বিজেপির দখলদারি আর চলবে না। এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ থাকবে মথার হাতে।

জানা গেছে, গত ১৭ এপ্রিল এডিসি নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভিলেজ কমিটি ও একাধিক

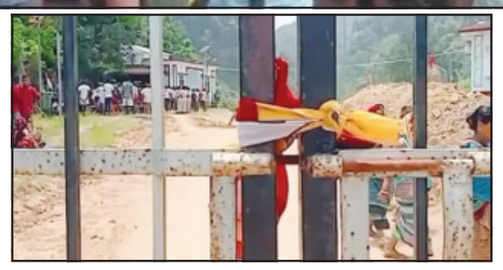

প্রতিষ্ঠানের দখল নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্র দখলের অভিযোগ ওঠে তিপ্রা মথা সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে সহায়ক দলের কর্মীরাই ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রটির দেখভাল করে আসছিল। এতদিন অমরপুর মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে পর্যটকদের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছিল। কিন্তু এডিসিতে দ্বিতীয়বারের মতো মথা ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ।

শনিবার সকালে মথা দলের কর্মীরা ছবিমুড়ার মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন পরিচালনায় যুক্ত সদস্যরাও। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। পরে তিপরা মথা কর্মীরা মহকুমা শাসকের কাছে চাবি হস্তান্তরের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে স্থান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ফলাফল পর্যালোচনা বৈঠকে

সংগঠনের শৃঙ্খলা আরও মজবুত করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে দলীয় কার্যালয়ে প্রার্থী ও নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

বৈঠকে নির্বাচনের ফলাফল, বিভিন্ন এলাকার সংগঠনের পারফরম্যান্স এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কোথায় শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং কোথায় আরও সক্রিয় হতে হবে, তা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়। বিভিন্ন ক্লাস্টার থেকে আগত প্রতিনিধিরা ভোটের আগে ও পরের পরিস্থিতি নিয়ে মতামত দেন এবং বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চল ও প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আরও বেশি জনসংযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জানান, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাঠ পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেওয়া। তিনি স্বীকার করেন যে নির্বাচনের সময় কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন।

তিপরা মথার সমর্থকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে এবং প্রশাসন শান্তি বজায় রাখতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমেই জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান এবং সংগঠনের উপস্থিতি জোরদার করতে পারলে ভবিষ্যতের নির্বাচনে আরও ভালো ফল করা সম্ভব বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এছাড়াও বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার সমস্যা, যেমন পরিকাঠামোর ঘাটতি এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল স্তরে নতুন উদ্যমে কাজ করা এবং সংগঠনের শৃঙ্খলা আরও মজবুত করার আহ্বান জানিয়ে বৈঠক শেষ হয়।

কাল বৈশাখীর তান্ডবে ব্যাপক ক্ষতি পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৫ এপ্রিল ।। শনিবার দুপুরে আকস্মিক কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেঁপে উঠল পানিসাগর মহকুমার জলেবাসা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। হঠাৎ করেই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ, সঙ্গে বজ্রপাত ও প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঝড়ের দমকা হাওয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র রূপ নেয়। একাধিক বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়, ভেঙে পড়ে গাছের ডালপালা এবং কোথাও কোথাও বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে। বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়।

প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। অনেক পরিবার সাময়িকভাবে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবিকার উপকরণও।

ঝড় থেমে যাওয়ার পর এলাকাজুড়ে ভাঙাচোরা দৃশ্য দেখা যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই আকস্মিক ঝড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের দুর্যোগের মোকাবিলায় দ্রুত পুনর্বাসন ও সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

গাঁজা উদ্ধার আটক নাবালক চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ শে এপ্রিল ।। গাঁজা কান্ডে ধৃত রাহুল দাসকে এনডিপিএস এক্টের মামলায় পুলিশ রিমান্ড চেয়ে শনিবার দুপুরে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে। পাশাপাশি অটো থেকে উদ্ধার বিশ কেজি দুইশত গাম গাঁজা আদলতে প্রেরন করে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এনএসি নগর এলাকা থেকে দুই বস্তা গাঁজা উদ্ধার করেছে শুক্রবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদি-মমতা মুদ্রার দুই পিঠ ঃ রাহুল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দু'জনই একই মুদ্রার দুই পিঠ বলে কড়া মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার হুগলির শ্রীরামপুরে এক নির্বাচনী সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, "প্রধানমন্ত্রী নিজেকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলে দাবি করেন, কিন্তু গরিব মানুষের জন্য কিছুই করেননি। সবকিছু করেছেন ধনীদের জন্য। একইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন।"

তিনি বলেন, "দেশে যা করছেন নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যে ঠিক সেটাই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনেই সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন।"

এদিন কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস-এর মধ্যে "দুর্নীতির প্রতিযোগিতা" চলছে। তিনি দাবি করেন, চিটফান্ড, কয়লা পাচার ও চাকরির বিনিময়ে নগদ নেওয়ার মতো কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা জড়িত।

এছাড়া তিনি বলেন, "বিজেপি জাতীয় স্তরে হিংসা ছড়ায়, আর তৃণমূল রাজ্য স্তরে হিংসা ছড়ায়।" ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেনসেই প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন তোলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, "একজনও কি চাকরি পেয়েছেন? ৮৪ লক্ষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনদিনের ত্রিপুরা সফরে কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর পূর্ব উন্নয়ণ মন্ত্রক বা ডোনার এর সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু তিন দিনের রাজ্য সফরের উদ্দেশ্যে আজ দুপুরে আগরতলায় পৌঁছেন। আজ বিকালে তিনি কৈলাশহরে অবস্থিত প্রত্ন ও পর্যটনক্ষেত্র উনকোটি পরিদর্শন করেন। তিনি এখানকার পাহাড়ের গায়ে খোদিত অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঘুরে ঘুরে দেখেন। উনকোটির গৌরবগাঁথা,প্রত্ন ইতিহাস, কিংবদন্তি সম্পর্কে অবহিত হন। উনকোটি'কে আকর্ষণীয় করে তুলতে গৃহীত পদক্ষেপ, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজকর্ম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়া ভাইস চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিড়ী

নীতি আয়োগ দেশের নীতি নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। দেশের নীতি নির্ধারণে নীতিআয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উঠে এসেছে বলে শনিবার মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, এই সংস্থা সহায়ক ফেডারাল কাঠামোকে শক্তিশালী করা, সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং 'ইজ অব লিভিং' উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকার নীতিআয়োগকে পুনর্গঠন করেছে। নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়া অশোক কুমার লাহিড়ী-কে শুভেচ্ছা জানান তিনি। পাশাপাশি পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত রাজীব গৌবা, কে ভি রাজু, গোবর্ধন দাস, অভয় করন্দিকার এবং এম শ্রীনিবাস-কেও শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তাঁদের আগামী কর্মজীবন সফল ও প্রভাবশালী হোকএই কামনা করি।"

এদিন অশোক কুমার লাহিড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অভিনন্দনও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অর্থনীতি ও জননীতির ক্ষেত্রে লাহিড়ীর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দেশের সংস্কারের পথকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার বাংলায় বিজেপির জয় সুনিশ্চিত ঃ মন্ত্রী রতন

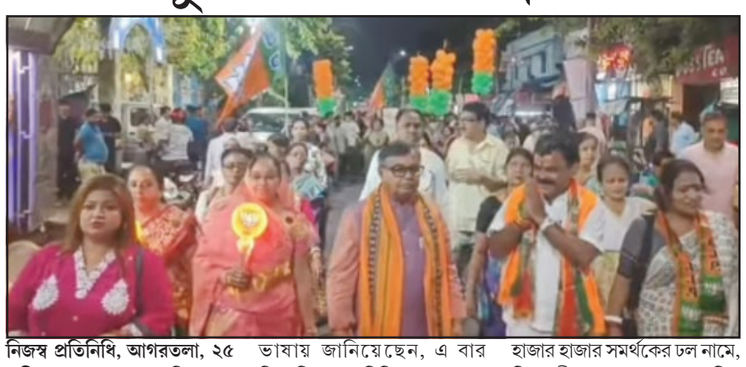

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এক বিশাল জনসমাবেশে নেতৃত্ব দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, এ বার বিজেপির জয় নিশ্চিত।

জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের কলেজ স্ট্রিট এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। হাজার হাজার সমর্থকের ঢল নামে, ছিল দলীয় পতাকা এবং মুখে ছিল বিজয় ওঝার সমর্থনে স্লোগান। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পুরো পরিবেশকে এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি ধ্বসে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। মাটি ধ্বসে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমজীবী ব্যক্তির। মৃতের নাম রতন ভৌমিক (৪৫)। ওই ঘটনায় রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিদ্ধিনগর তহশীলের একিনপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পেশায় দিনমজুর রতন ভৌমিক শুক্রবার নিজের বাড়িতে মাটি কাটার কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই মাটির ধ্বস নেমে তিনি সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা। চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার তথা ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ মহকুমা প্রশাসনের কর্মীরা। পরে পূর্ত দপ্তরের ড্রেজার এনে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মাটি সরিয়ে রতন ভৌমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, রতন ভৌমিক ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। স্ত্রী শোকে ভেঙে পড়েছেন, দুই সন্তানএকজন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ও অন্যজন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীতাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে পরিবার।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসিএম সঞ্জয় শীল শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অভয়নগর কাটাখালে উচ্ছেদ বির্তক পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় অভয়নগরের কাটা খাল সংস্কারকে ঘিরে উচ্ছেদ ইস্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খালের পাড়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বেশ কিছু পরিবারকে জায়গা খালি করার নোটিশ দেওয়ায় অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বাসিন্দারা। জানা গেছে, আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে কাটা খাল সংস্কারের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খালের পাড়ে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের জন্য পরপর দুইবার নোটিশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শুক্রবার মাইকিং করেও দ্রুত এলাকা খালি করার নির্দেশ জানানো হয়েছে।

নোটিশপ্রাপ্ত বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেকেই মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন এবং সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। কেউ গৃহ পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। হঠাৎ উচ্ছেদের মুখে পড়ে তাঁরা গভীর উদ্বেগে ভুগছেন। তাঁদের প্রশ্ন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া তাঁরা কোথায় যাবেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই শনিবার সন্ধ্যায় সিপিআই(এম)-এর অভয়নগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা অমল চক্রবর্তীসহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

অমল চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাঁর দাবি, একদিকে কর্মসংস্থানের অভাব, অন্যদিকে উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সাধারণ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হচ্ছে। উচ্ছেদ ইস্যুতে বিরোধীদের সক্রিয়তা বাড়ায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানালো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। আজ এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করেছে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে 'দুর্নীতিমুক্ত ভারত'-এর প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার উল্টো চিত্র সামনে এসেছে।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও চুক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 26-04-2026, 00:28

জাগরণ আগরতলা, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১২ বৈশাখ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ম্যালেরিয়া মুক্ত রাজ্যের অঙ্গীকার

২৫শে এপ্রিল সারা বিশ্বে পালিত হইয়াছে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের গুরুত্ব এবং এই রোগ নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। ২০০৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬০তম অধিবেশনে প্রস্তাবিত হওয়ার পর ২০০৮ সাল থেকে সারা বিশ্বে এই দিবসটি পালিত হইয়া আসিতেছে।ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বজায় রাখা, রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং এটি সম্পূর্ণ নির্মূলে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।ম্যালেরিয়া মূলত একটি পরজীবীজনিত সংক্রামক রোগ। এটি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।প্লাজমোডিয়াম নামক পরজীবী এই রোগের জন্য দায়ী। সাধারণ জ্বরের সাথে কাঁপুন দিয়া উচ্চ তাপমাত্রা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, বমি ভাব, শরীর ব্যথা এবং অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচিতে হইলে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ঘুমানোর সময় অবশ্যই কীটনাশকযুক্ত মশারি ব্যবহার করা।বাড়ির আশপাশে জল জমিতে না দেওয়া, কারণ জমিয়া থাকা জলে অ্যানোফিলিস মশা বংশবিস্তার করে।জ্বর বা ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে কালক্ষেপণ না করিয়া দ্রুত রক্ত পরীক্ষা করানো।ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ম্যালেরিয়া বিরোধী ওষুধের কোর্স সম্পন্ন করা।ম্যালেরিয়া এখন একটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ, তবে সচেতনতার অভাবে অবহেলা করিলে এটি প্রাণঘাতী হইতে পারে।

বর্তমানে ২০২৬ সালেও ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রহিয়া গিয়াছে। যদিও গত কয়েক বছরে সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তৎপরতায় এর প্রকোপ অনেকখানি কমানো সম্ভব হইয়াছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এবং ভারতের জাতীয় ভেক্টর জনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির রিপোর্ট অনুযায়ী:উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে মিজোরামের পর ত্রিপুরায় এখনও ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ইনসিডেন্স কিছুটা বেশি। ২০২৪-২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরার এ পি আই প্রায় ৫.৬৯, যাহা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।সম্প্রতি ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ''ইনটেনসিফাইড ম্যালেরিয়া এলিমিনেশন ক্যাম্পেইন'' এর অধীনে ১০০ু স্ক্রিনিং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। সেখানে ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষের রক্ত পরীক্ষা করিয়া মাত্র ১ জন পজিটিভ রোগী পাওয়া গিয়াছে।ত্রিপুরার সব জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমান নয়। ভৌগোলিক কারণে কিছু জেলা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। পাহাড় ও ঘন জঙ্গলবেষ্টিত হওয়ায় এই জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা। এই জেলাগুলোতেও পাহাড়ি ঝরনা ও রবার বাগানের আধিক্যের কারণে মশার বংশবিস্তার বেশি হয়খোয়াই এবং গণ্ডাছড়া।এই মহকুমাগুলোর প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামগুলো ঐতিহাসিকভাবেই ম্যালেরিয়া প্রবণ।ত্রিপুরা মূলত পাহাড়, ঘন জঙ্গল এবং টিলাবেষ্টিত রাজ্য। বর্ষাকালে পাহাড়ি খাঁজে জল জমিয়া এডিস ও অ্যানোফিলিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হয়।ত্রিপুরায় মূলত প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম নামক মারাত্মক প্যারাসাইটের আধিক্য বেশি, যাহা সময়মতো চিকিৎসা না পাইলে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। রাজ্যের বিপুল পরিমাণ রবার বাগান এবং সেখানে জমিয়া থাকা জল মশার বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।ত্রিপুরা সরকার ২০২৭ সালের মধ্যে রাজ্যকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিবার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়াছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ''লং লাস্টিং ইনসেক্টিসাইডাল নেটস'' বা বিষাক্ত মশারি বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।আশা কর্মীদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে র্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট ব্যবহার করিয়া তৎক্ষণাৎ রক্ত পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতেছে।প্রতি বছর বর্ষার আগে এবং বর্ষার সময় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।ঘরবাড়িতে মশার উপদ্রব কমাতে নিয়মিত ডিডিটি বা ইনসেক্টিসাইড স্প্রে করিবার কাজ চলিতেছে।যদি ত্রিপুরায় অবস্থানকালীন কারোর তীব্র জ্বর, কাঁপুনি, মাথাব্যথা বা বমি বমি ভাব হয়, তবে দেরি না করিয়া নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়িলে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য।সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিবার লক্ষ্য নিযয়াছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক স্ক্রিনিং রিপোর্ট এবং নজরদারি ব্যবস্থা এই লক্ষ্যের দিকে ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিতেছে।

আগরতলা কোর্ট চত্বরে ডিড রাইটার অ্যাসোসিয়েশনের ৭১তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: আগরতলা ডিড রাইটার অ্যাসোসিয়েশনের ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শনিবার আগরতলা কোর্ট চত্বরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিএম অসিত কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ পালসহ অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম, আইন পরিষেবায় অবদান এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এবং সংগঠনের ঐতিহ্য ও ঐক্য অটুট রাখার বার্তা দেওয়া হয়।

বাধারঘাটে দুইদিনব্যাপী গুড্ডিবাজ প্রতিযোগিতার সূচনা, অংশ নিল ২৪টি দল

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: বাধারঘাটের মাতৃপল্লী মাঠে দুই দিনব্যাপী গুড্ডিবাজ প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হলো শনিবার। স্থানীয় উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাধারঘাট বিজেপি মণ্ডল সভাপতি মণীশ দেব, আগরতলা পৌর নিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ এবং এনএইচএম-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নুপুর দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এবারের এই ষষ্ঠ গুড্ডিবাজ প্রতিযোগিতায় মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করেছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

"বাংলাদেশি" তকমা দিয়ে হেনস্তা আরও বাড়ার আশঙ্কা পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মুসলমানদের

অমিতাভ ভট্টশালী

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আবহাওয়ায় আওয়াল শেখ কোনো একটা পক্ষের "পোস্টার বয়" হয়ে উঠতেই পারতেন! কারণ, একে তো তিনি মুসলমান, তার ওপরে আবার এসআইআরের দ্বিতীয় দফায় "বিচারাধীন" থাকলেও শেষমেষ তার নাম উঠেছে ভোটার তালিকায়। যখন ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের পরে লাখ লাখ মুসলমানের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার বাসিন্দা মি. শেখের ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলে কেউ প্রচার করতেই পারতেন। তবে তিনি পোস্টার বয় হতে পারেননি, কারণ তিনি যে ভারতের নাগরিক, তা প্রমাণ করার আগে এক বছর তাকে তামিলনাড়ুতে "ডিটেনশন সেন্টারে" আটক থাকতে হয়েছিল — কথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে। ম্যাড্রাস হাইকোর্টের রায়ে তিনি "ভারতীয়" প্রমাণিত হয়ে কিছুদিন আগে বাড়ি ফিরেছেন। আবার, এই ভোটের মধ্যেই অন্য কোনো পক্ষ ওই জেলারই লালগোলা বিধানসভা আসনের অন্তর্গত দেবীপুরের বাসিন্দা হালিম শেখকেও সামনে আনতে পারত তাদের প্রচারণায়।

কারণ, তাকে যখন ওড়িশা রাজ্যের পুলিশ গত বছর ছয়দিন আটকে রেখেছিল "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" সন্দেহে, তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুলিশই তো নথি যাচাই করে তাকে মুক্ত করার কাজটা করে দিয়েছিল। কিন্তু একবার পুলিশ তার নাগরিকত্ব যাচাই করে দেওয়ার পরেও ভোটার তালিকায় তার নামও যে নেই, তাই তারও "পোস্টার বয়" আর হয়ে ওঠা হলো না। এর মধ্যেই চলে এল ভোটগ্রহণের প্রথম পর্ব।

আর সেই ভোট নিতে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হবে আখতার আলিকে। তিনি একটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার। মুসলিম অধ্যুষিত তিন আসনে সর্বাধিক নাম বাদ যে তিনটি এলাকার কয়েকজন মানুষের কথা উল্লেখ করলাম, তারা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, লালগোলা আর ভগবানগোলার বাসিন্দা। ওই তিনটি মুসলমান অধ্যুষিত বিধানসভা আসনে সব থেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ গেছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-গবেষণা প্রতিষ্ঠান "সবর ইনস্টিটিউট" নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে একটি মানচিত্র তৈরি করে তাদের ওয়ের সাইটে প্রকাশ করেছে, যেটিতে কোনো একটি আসনের ওপরে কম্পিউটারের মাউস ছোঁয়ালেই উঠে আসছে সংশ্লিষ্ট আসনে কত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, সেই তথ্য। ওই তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে সামশেরগঞ্জেই নাম বাদ পড়ার সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক। গতবছর ওই আসনে ভোটার ছিলেন প্রায় দুই লাখ ৫৩ হাজার। এসআইআরে প্রথম পর্যায়ে মৃত, অন্যত্র চলে গেছেন বা একাধিক জায়গায় নাম আছে, সামশেরগঞ্জের এমন আট হাজারের সামান্য বেশিসংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। এরপরের পর্যায়গুলোতে ভোটারদের নামে কোনো "যুক্তিগ্রাহ্য অসংগতি" আছে কি না, তা খোঁজা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। সবর ইনস্টিটিউটের গবেষক সাবির আহমেদ বলছিলেন,'যে-সব যুক্তিগ্রাহ্য অসংগতির কথা বলেছে নির্বাচন কমিশন, সেগুলো চূড়ান্ত অযৌক্তিক। নামের বানানে সামান্য ভুল, বিবাহিত নারীদের পদবি বদল, ব্যানার্জি আর বন্দ্যোপাধ্যায় যে একই পদবি, এমনকি বাবা-মায়ের কেন ছয়ের বেশি সন্তান, সেসবও যুক্তিগ্রাহ্য অসংগতি বলে ধরে নিয়েছে এআই।' এসব অসংগতি যাদের নামে পেয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তাদের রাখা হয়েছিল "বিবেচনাধীন" তালিকায়। বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা সেইসব নাম বিবেচনা করেছেন। তারপরে প্রকাশিত সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সামশেরগঞ্জের ৮৩ হাজার ৬৬২ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

লালগোলা আসনটিও মুসলমান অধ্যুষিত। সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী ওই অঞ্চলে বাদ পড়েছে ৬৩ হাজারের কিছু বেশি ভোটার। আর ভগবানগোলায় বাদ পড়েছেন সাড়ে ৫৩ হাজার ভোটার। "বাংলাদেশি" সন্দেহে কাউকে আটক, কাউকে মারধর মুর্শিদাবাদ জেলার এই তিনটি আসনই মুসলমান অধ্যুষিত এবং এই অঞ্চলগুলো থেকেই প্রচুর সংখ্যক মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। সরকারি পরিভাষায় যাদের নাম "পরিযায়ী শ্রমিক"। তাদের মধ্যে হিন্দুরা যেমন আছেন, তেমনই মুসলমানরাও আছেন। তবে, মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিকদেরই "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" বা "রোহিঙ্গা" সন্দেহে গত প্রায় এক বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ এবং স্থানীয় হিন্দুত্ববাদীদের হাতে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে, মার খেতে হয়েছে। তাদের ওপরে সন্দেহের প্রাথমিক কারণ তাদের ধর্মীয় পরিচয়। গত একবছরে মুর্শিদাবাদ বা মালদা জেলা দুটির যত পরিযায়ী শ্রমিকের হেনস্তা হওয়ার খবর লিখতে হয়েছে, প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা অভিযোগ করেছিলেন, যে তাদের নাম বা পরিচয়পত্র দেখে মুসলমান বলে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তাদের মারধর বা আটক করা হয়েছে। কাউকে যেমন পরিচয় যাচাই করার জন্য আটক থাকতে হয়েছে, আবার ভগবানগোলারই বাসিন্দা মেহবুব শেখকে বাংলাদেশি সন্দেহে "পুশ-আউট" করে দেওয়া হয়েছিল প্রতিবেশী দেশে। তিনি ভারতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন, বাড়ির ছাদে বসে কয়েক মাস আগে জানিয়েছিলেন তার অভিজ্ঞতার কথা। দিন কয়েক আগে তাদের এলাকাতেই আবারও ফিরে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রী জানালেন যে তাদের পরিবারের সকলেরই নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের বাসিন্দা আওয়াল শেখকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠানো না হলেও প্রায় এক বছর আটক থাকতে হয়েছিল তামিলনাড়ুর এক "ডিটেনশন সেন্টারে", আরও অনেক কথিত বাংলাদেশিদের সঙ্গে। বাংলাদেশিদের "ডিটেনশন সেন্টারে" এক বছর আটক ভগবানগোলা বিধানসভা আসন এলাকার যুবক আওয়াল শেখ গত বছরের রমজান মাসের পরে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে গিয়েছিলেন রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে। যে বাসায় আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিনি ভাড়া থাকতেন, সেখানেই একদিন হাজির হয় পুলিশ। তাকে সহ আরও কয়েকজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। 'থানা থেকে আমাকে বলে বাড়িতে ফোন করে নথিপত্র আনাও, যাচাই করা হবে। সেই অনুযায়ী বাবা এখানকার থানায় গিয়ে সব পরিচয়পত্র জমা দেয়, সেগুলো তামিলনাড়ুর থানায় পাঠায় এখানকার পুলিশ, তবুও তাদের সন্দেহ যায়নি,' বলছিলেন আওয়াল শেখ। পুলিশ বাকিদের সঙ্গেই মি. শেখকেও জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেই ঘটনা জানাতে গিয়ে তিনি বলছিলেন, 'জেলেই একজন উকিল আমার সঙ্গে দেখা করে বলে যে সব নথিপত্র ঠিকই আছে, আমার জামিন করিয়ে দেবেন তিনি, ৩৫ হাজার টাকা খরচ লাগবে। এখান থেকে আমার বাবা আরও কজন টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিল। কোর্টে জামিন হয়েও যায়। সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়ে জেলের গেটে। জেল থেকে ছাড়ার আগে হাতে যে স্ট্যাম্প দেয়, সেটাও দিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎই জেলার বলে এক তো ছাড়া যাবে না, বাংলাদেশি মামলা আছে। আমাকে ফেরত নিয়ে যায়'। 'এরপরে রাতে পুলিশ এসে আমাকে থিরুচির বন্দি শিবিরে নিয়ে যায়। সেখানে আবার আমাকে নিতে অস্বীকার করে, বলে যে একে বাংলাদেশিদের জন্য আটক কী করে রাখা যাবে, আদালত তো ভারতীয় বলে জামিন দিয়েছে। পুলিশরাই সব ফোনাফুনি করে রাত দুটোয় আমাকে ক্যাম্পে ঢোকায়,' বলছিলেন আওয়াল শেখ। 'ছেলেকে জামিন দেবে বলে এখান থেকে আমরা তিনজন জেলের সামনে রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে শুনি যে ওকে ছাড়বে না,' বলছিলেন আওয়াল শেখের বাবা মোজাম্মেল হক।

তার মা উর্মিলা বিবি বলছিলেন, 'হেন জায়গা নেই যার কাছে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আমরা দরবার করিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন থেকে শুরু করে স্থানীয় এমএলএ, থানা, - কোথায় না গেছি! অন্তত চার বস্তা জেরক্স করিয়েছি।'

পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলছিলেন,'আওয়াল শেখকে বাংলাদেশে পুশ-আউট করা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাকে আটক করার অনেক পরে আমরা বিষয়টি জানতে পারি। এরপরে দ্রুত চেন্নাইতে আমাদের যোগাযোগ ব্যবহার করে মামলাটি হাইকোর্টে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই রায় পাওয়া যায় যে সে ভারতীয় নাগরিক।'

'ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। প্রায় ৯৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কানের দুল, চুড়ি সব বিক্রি করতে হয়েছে। তবে ছেলে আমরা ঘরে ফিরেছে কদিন হলো,' বলছিলেন উর্মিলা বিবি। 'এখন ভোট অবধি বাড়িতে থাকব, তারপরে আবার কোথাও কাজে যেতেই হবে। এত টাকা দেনা হয়ে গেছে, কাজ করতে যেতে তো হবে। তবে তামিলনাড়ু হয়ত যাব না, অন্য কোথাও যাব,' বলছিলেন আওয়াল শেখ। "দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি, তবুও আমি বাদ?" ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার দাউদ আলি বলছিলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধ শুরুর দিন পাঁচেক পরে গোলা বারুদ নিয়ে ফরোয়ার্ড পোস্টের দিকে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় আহত হন তিনি। 'হঠাৎই পাকিস্তানের ছোঁড়া একটা ১২০ মিমি মর্টার এসে পড়ে। স্প্লিন্টারের আঘাত লাগে পায়ে, আর কপালে,' বলছিলেন মা. আলি। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে দেখাচ্ছিলেন কপাল থেকে শুরু হয়ে মাথার প্রায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ২৮টা সেলাইয়ের দাগ এখনো স্পষ্ট রয়েছে। ওই আঘাত পাওয়ার পরে শারীরিক কারণে তাকে চাকরি থেকে সসম্মানে অবসর দেয় সেনাবাহিনী। এখনো হাঁটতে সমস্যা হয় তার।

'বছর দশেক বসেই ছিলাম, তারপরে ২০১৪ সালে সেনাবাহিনীর কোটায় রেলে চাকরি পাই। ৬০ বছর বয়সে ২০২৩ সালে আমি অবসর নিই, ' জানাচ্ছিলেন দাউদ আলি।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় তার এবং তার তিন ছেলে মেয়ের নাম বিবেচনাধীনের তালিকায় ছিল, ডাক পড়েছিল শুনানিতে।

তিনি বলছিলেন,' পরিচয়পত্র হিসেবে আমার পাসপোর্ট, সেনাবাহিনীর "ডিসচার্জ বুক", সেনাবাহিনীর পরিচয়পত্র, পেনশনের নথি --- যাবতীয় তথ্য জমা দিয়েছিলাম। তবুও আমার আর তিন ছেলে মেয়ের নাম বাদ পড়ল। অথচ আমার দুই ভাইয়ের নাম উঠেছে --- বাবা-মায়ের একই পরিচয় ওরাও যা দিয়েছে, আমিও তাই দিয়েছি'। 'আমার গর্ব ছিল যে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। তবুও আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল!! রাগ নেই, তবে দুঃখ তো হয়েই!' বলছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এই সেনা সদস্য।

"কত নাম লিখবেন, খাতা শেষ হয়ে যাবে" ভগবানগোলা বিধানসভা আসনের অধীন রানীতলা থানা এলাকার একটি চায়ের দোকানের সামনে হাজির হয়েছিলাম দিন কয়েক আগের এক পড়ন্ত বিকেলে। ওই চায়ের দোকানে যারা ভিড় করেছিলেন, তাদের মধ্যেই এক বয়স্ক মানুষ মোবাইলে কোনো একটা সংবাদ চ্যানেলের খবর দেখছিলেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার খবর। আরও কয়েকজন নারী-পুরুষ উকি মারছিলেন মোবাইলে। মোবাইলটা যার, সেই মি. মইজুদ্দিন বলছিলেন, 'বয়স ৮০ হয়ে গেছে, অনেক পুরুষ ধরে এখানেই থাকি। কতদিন আর বাঁচব তার ঠিক নেই। এখন, এই বয়সে এসে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠল!' তার পরিবারের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনেরই নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে।

রুম্পা বেওয়া, তানজুরা বেওয়াদের শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন, তারপরেও তাদের এবং পরিবারের অনেকের নাম বাদ পড়েছে। স্থানীয় খড়িবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ওহিদুজ্জামান বলছিলেন, 'আমাদের পরিবার ১৪ জন ভোটার। এদের মধ্যে বাবা, মা, দাদা-বৌদি, ছেলে মেয়ে, বোন - সবার নাম চূড়ান্ত তালিকায় আছে। বাদ শুধু আমি। এটা কী ধরনের অসংগতি খুঁজে পেল?' তিনি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, সেই এলাকার প্রায় ২৩ হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় সাত হাজার মানুষের নাম বাদ পড়েছে। দেবীনগর গ্রামের মানুষদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, কে যেন একটা বললেন, 'আর কত নাম লিখবেন। এত নাম বাদ পড়েছে যে আপনার খাতার পাতা, কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে, তবুও বাদ পড়াদের নামের লিস্ট শেষ হবে না।' প্রসঙ্গত, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরু হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার ছিল প্রায় সাত কোটি ৬৬ লাখ। এবার সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় প্রায় ছয় কোটি ৮২ লাখের মতো। বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার বাড়ার আশঙ্কা

আওয়াল শেখের মতো লাখ লাখ মানুষকে মুর্শিদাবাদ বা মালদা জেলা থেকে রাজ্যের বাইরে কোথাও কাজে যেতেই হবে, না হলে যে তাদের সংসার চলবে না। আওয়াল শেখ কিছুটা নিশ্চিন্ত কারণ তার নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে, আবার তিনি যে ভারতীয়, সে তথ্য নিশ্চিত করেছে ম্যাড্রাস হাইকোর্ট।

তবে ওই এলাকারই জহরুল শেখ বা পাশের বিধানসভা আসন লালগোলার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দা হালিম শেখ, কাউসার আলি, হাফিজুর রহমান, করিম শেখদের মতো — যারা অন্য রাজ্যে কাজে যান, তাদের আশঙ্কা, পরিচয়পত্র থাকার পরেও বছর খানেক ধরে যে-রকম হয়রানি হয়েছে তাদের ওপরে, এখন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পরে তো সরাসরি "বাংলাদেশি" বলে চিহ্নিত করা হতে পারে। পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলছিলে, 'নাম বাদ পড়া মানেই শুধু ভোটাধিকার হারানো নয় এটি নাগরিকত্বের উপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা বিদ্বেষীরা তাদের নিশ্চিতভাবে "বাংলাদেশি" তকমা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা তাদের সামাজিক ও পেশাগত জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। কর্মস্থলে কাজ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কারণ বারবার প্রমাণ করতে হচ্ছে তারা ভারতীয় নাগরিক। কারণ তাদের এপিক কার্ড এই মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেছে'। 'ভবিষ্যতে তাদেরও হয়ত আরো আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। এই ভয় তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্থিতিশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে,' বলছিলেন মি. ফারুক।

"উৎসবের ভোট হত, তবে এবার..." লালগোলা বিধানসভা আসনের দেবীপুর গ্রামের মানুষ বলছিলেন যে তাদের গ্রামে ভোট যেন একটা উৎসব ছিল। তবে এবার কি আর সেই উৎসাহ থাকবে মানুষের মধ্যে? সেখানকার বাসিন্দা কাউসার আলির কথায়, 'ভোটের সময়ে, ভোটের দিন গ্রামে যেন একটা উৎসব লেগে যেত। কিন্তু গ্রামের প্রায় প্রতিটা পরিবারের কেউ না কেউ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। যারা অন্য রাজ্যে কাজ করে, তাদের মধ্যে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তারা কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসে আছে ট্রাইবুনালে আপিল করার জন্য। তারপরেও যদি আবার ডাক পড়ে, তাই কেউ ফিরেও যেতে পারছে না নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। এই অবস্থায় কি আর ভোট দেওয়ার উৎসাহ কারো থাকবে?'

'তবুও যাদের নাম আছে, তারা ভোট দিতে যাব, মনে কষ্ট নিয়েই যাব,' বলছিলেন মি. আলি। এবারের ভোটটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে পারছেন গ্রামের মানুষ --- তাই তালিকায় নাম থাকলে ভোট দিতেই হবে --- এরকম একটা মনোভাব টের পাওয়া যাচ্ছিল। আবার এটাও নজরে আসছিল যে দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়িতে ফিরছেন ভোট দেওয়ার জন্যই। তাদের আশঙ্কা, এবার ভোট না দিলে যদি নাম কেটে দেওয়া হয়! রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজ গবেষকরা বলছেন যে এবারের নির্বাচনে এস আই আর টাই মূল ইস্যু হয়ে উঠেছে। এমন একটা এলাকাও নেই, যেখানে এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ নেই। সবর ইনস্টিটিউটের গবেষক সাবির আহমেদের কথায়, 'রাজ্য সরকারের ওপরে মুসলমানদের একাংশের একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল --- যাকে আমরা অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি বলি। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুলসংখ্যক মানুষকে যেভাবে হয়রানি করা হয়েছে, তার পরে সেই ফ্যাক্টরটা আর কাজ করবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করছেন যে প্রচুর সংখ্যায় মুসলমানদের ভোট প্রক্রিয়ার বাইরে রাখলে হয়ত বিজেপি সুবিধা পাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করেন, 'অতটা সহজ নয় সমীকরণটা যে বড় সংখ্যায় মুসলমানদের বাদ রাখা গেলেই বিজেপি সুবিধা পাবে। যত মুসলমানদের নাম কাটা গেছে, তার থেকে কয়েক গুণ বেশি হিন্দুদের নামও তো কাটা গেছে।' 'আর সবথেকে বড়ো কথা ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে মানুষের হেনস্তা হয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। আসলে এবারের নির্বাচনটা খুবই ইউনিক। তিন দশকের বেশি হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন দেখছি। এবারের মতো এত বহুমাত্রিক নির্বাচনী সমীকরণ আমি আগে দেখিনি।'

> পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-গবেষণা প্রতিষ্ঠান "সবর ইনস্টিটিউট" নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে একটি মানচিত্র তৈরি করে তাদের ওয়ের সাইটে প্রকাশ করেছে, যেটিতে কোনো একটি আসনের ওপরে কম্পিউটারের মাউস ছোঁয়ালেই উঠে আসছে সংশ্লিষ্ট আসনে কত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, সেই তথ্য। ওই তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে সামশেরগঞ্জেই নাম বাদ পড়ার সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক। গতবছর ওই আসনে ভোটার ছিলেন প্রায় দুই লাখ ৫৩ হাজার। এসআইআরে প্রথম পর্যায়ে মৃত, অন্যত্র চলে গেছেন বা একাধিক জায়গায় নাম আছে, সামশেরগঞ্জের এমন আট হাজারের সামান্য বেশিসংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার রাজধানীতে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

নাগাল্যান্ডে অভিযান, গ্রেফতার উলফা-আই-এর ৩ জঙ্গি

কোহিমা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের মন জেলায় জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইন্ডিপেনডেন্ট) (উলফা-আই)-এর তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার এই অভিযান চালানো হয়। উলফা-আই জঙ্গিরা ফোমচিং এলাকায় সক্রিয় ছিল এবং শাংনিউ গ্রামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় আসাম রাইফেলস বাহিনী লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। কোনও গুলিবিনিময় ছাড়াই তিনজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

ধৃতদের পরিচয় স্বঘোষিত লেফটেন্যান্ট গজেন্দ্র অসম (৩৫), স্বঘোষিত ল্যান্স কর্পোরাল ব্রজেন অসম (২৭) এবং স্বঘোষিত সার্জেন্ট পুহর অসম (২৬)। তারা যথাক্রমে অসমের তেজপুর, যোরহাট ও গোলাঘাট জেলার বাসিন্দা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গজেন্দ্র অসম ২০১১ সাল থেকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, ফলে তিনজনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে অভিজ্ঞ। ব্রজেন অসম ২০২২ সালে এবং পুহর অসম ২০১৯ সালে সংগঠনে যোগ দেয়।

ধৃতদের কাছ থেকে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে তারা এলাকায় নাশকতার ছক কষছিল।

এই গ্রেফতারকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে নিরাপত্তা বাহিনী। এতে সম্ভাব্য বড় ধরনের বিপদ এড়ানো গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের নেটওয়ার্ক ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর লাগাতার তৎপরতার ফলেই সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি কার্যকলাপ অনেকটাই কমেছে। তবে সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় এখনও সতর্ক রয়েছে বাহিনী।

পিডিএস দুর্নীতি মামলায় বাংলায় ইডির তল্লাশি, ভোটের আগে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের মাত্র চার দিন আগে রাজ্যে ফের তৎপর হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি-র দল। সূত্রের খবর, এদিন ভোরে কলকাতার সল্টলেক দফতর থেকে রওনা দেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল হাবড়ার তিন ব্যবসায়ীসাগর সাহা, পার্থ সাহা এবং রাজীব সাহার বাড়ি ও সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি। এঁরা সকলেই চাল ব্যবসা ও রাইস মিলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

তিনজনকেই হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ও প্রাক্তন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। উল্লেখ্য, পিডিএস বা রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত এবং আসন্ন নির্বাচনে হাবড়া কেন্দ্র থেকেই পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে ২৯ এপ্রিল।

এদিন সাগর সাহার শ্রীনগর এলাকার বাসভবন ছাড়াও, দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন সুভাষ রোডে অবস্থিত রাজীব সাহা ও পার্থ সাহার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া চাল ও গম বোঝাই ১৭৫টি গাড়ি বিএসএফ আটক করেছিল। শনিবারের এই তল্লাশি সেই ঘটনার সঙ্গেই যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই মামলায় বসিরহাটের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি।

বিহারে চাঞ্চল্য: অপহরণ ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ৪ পুলিশকর্মী

পাটনা, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারের নওয়াদা জেলাকে ঘিরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় অপহরণ ও তোলাবাজির অভিযোগে চার পুলিশকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই)। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

জামুই জেলার নগর থানার ওসি জানান, শুক্রবার অভিযান চালিয়ে নওয়াদা আবগারি দফতরের চার কর্মীকে গ্রেফতার করে জামুই পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কাউয়াকোল চেকপোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই সুজিত কুমার, এএসআই দিলীপ কুমার এবং পাকরিবারাওয়ান আবগারি থানায় কর্মরত দুই হোমগার্ড জওয়ান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে কাউয়াকোল থানার অন্তর্গত মহুলিয়া টান্ড এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ি তল্লাশির সময় একটি ক্রেটা গাড়ি আটক করেন আবগারি আধিকারিকরা। গাড়িতে থাকা তিন ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে অভিযোগ।

তাঁদের পাকরিবারাওয়ান আবগারি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়, যখন আটক ব্যক্তিদের একজন সন্তোষ কুমার ফোনে তাঁর পরিবারকে জানান যে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে এবং মুক্তির জন্য ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে নওয়াদায় আসতে বলেন।

এরপর জামুই জেলার নরওয়াদা গ্রামের বাসিন্দা তাঁর ভাই পিন্টু কুমার জামুই নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার নগদ টাকা নিয়ে নওয়াদায় পৌঁছন।

অভিযোগ, ক্রেটা গাড়িটি ছাড়ানোর জন্য পাকরিবারাওয়ান আবগারি থানায় ১.৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে জামুই সিটি পুলিশ। মামলা নং ১৯৩/২৬ রুজু করে তদন্ত শুরু হয়।

তদন্ত চলাকালীন এএসআই দিলীপ কুমারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১.৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি প্রমাণ হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ক্রেটা গাড়িটিও। এরপর চার অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে জামুই থানায় আনা হয়।

এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আইনরক্ষকদের বিরুদ্ধেই অপহরণ ও তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ উঠায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা ও জবাবদিহি।

গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়ে ধাক্কা, পবন খেরার পাশে কংগ্রেস: জয়ারাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস): গুয়াহাটি হাইকোর্টে বড় আইনি ধাক্কার পর কংগ্রেস নেতা পবন খেরার পাশে দাঁড়াল দল। শনিবার কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়ারাম রমেশ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দল খেরার পাশে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে তারা আত্মবিশ্বাসী।

এক্স-এ পোস্ট করে জয়ারাম রমেশ বলেন, কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা-র পাশে পুরো দল দৃঢ়ভাবে রয়েছে। তিনি জানান, গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জের প্রক্রিয়া চলছে এবং ''ভয় দেখানো, চাপ সৃষ্টি ও হয়রানির রাজনীতির ওপর ন্যায়বিচারের জয় হবেই'' বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটি হাইকোর্ট খেরার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীকে নিয়ে করা মন্তব্য ঘিরে দায়ের হওয়া এক ফৌজদারি মামলায় এই আবেদন করেছিলেন তিনি। এই রায় কংগ্রেস নেতার জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। খেরা অভিযোগ করেছিলেন যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র স্ত্রী রিণিকি ভূঁইয়া শর্মা-র একাধিক পাসপোর্ট ও বিদেশে সম্পত্তি রয়েছে। তাঁর দাবি ছিল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মিশর এবং অ্যান্টিগুয়া-বারবুডার পাসপোর্ট রয়েছে তাঁর, পাশাপাশি দুবাইয়ে সম্পত্তি ও শেল কোম্পানিতে বিনিয়োগও রয়েছে।

এই অভিযোগ ঘিরেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে এবং আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়। এরপর রিণিকি ভূঁইয়া শর্মা গুয়াহাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে প্রতারণা, মানহানি, জাল নথি তৈরি এবং ইচ্ছাকৃত অপমানের মতো একাধিক ধারায় মামলা করা হয়।

এই মামলায় এর আগেই সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে ট্রানজিট আগাম জামিনে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল, তবে খেরাকে অসমের উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার অনুমতিও দেয়। পরে আবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালেও তা খারিজ হয় এবং তাঁকে গুয়াহাটি হাইকোর্টে যেতে বলা হয়। সেখানেই তাঁর আবেদন খারিজ হওয়ায় আইনি লড়াই আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

২৭ বছর পর প্রতিশোধ! মুম্বইয়ে বৃদ্ধকে খুনে গ্রেফতার গ্যাংস্টারের ভাইপো

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : প্রায় তিন দশক পুরনো ঘটনার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এক ৭৮ বছরের বৃদ্ধকে খুনের অভিযোগে গ্যাংস্টারের ভাইপোকে গ্রেফতার করল মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনায় আরও এক সহযোগীকেও আটক করা হয়েছে বলে শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত শাদিক জাওয়ার, যিনি প্রাক্তন গ্যাংস্টার শাদিক কালিয়া-র ভাইপো। ১৯৯৯ সালে পুলিশ এনকাউন্টারে নিহত হন কালিয়া। অভিযোগ, সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই এই খুনের ছক কষে জাওয়ার।

নিহত বৃদ্ধের নাম ইকবাল ইব্রাহিম সেলিয়া। পুলিশ সূত্রে দাবি, তিনি নাকি ১৯৯৯ সালে কালিয়ার অবস্থান সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য দিয়েছিলেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট দয়া নায়েক অভিযান চালিয়ে কালিয়াকে খতম করেন বলে অভিযোগ।

গত ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের নাগপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতেই সেলিয়ার উপর হামলা চালানো হয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়িতে না থাকার সুযোগে অভিযুক্তরা ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক আঘাত করে তাঁকে খুন করে। পরে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বাড়ি ফিরে রক্তাক্ত অবস্থায় দেহটি দেখতে পান।

ঘটনার পর অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। তবে সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে তাঁদের গতিবিধি ট্র্যাক করে পুলিশ। তদন্তে জানা যায়, তারা অ্যান্টপ হিল ও বিদ্যাবিহার হয়ে কল্যাণ, সেখান থেকে নাগপুরে পালিয়ে যায়।

প্রযুক্তিগত নজরদারি ও প্রমাণের ভিত্তিতে নাগপুর থেকে শাদিক জাওয়ার এবং তাঁর ২২ বছরের সহযোগী নওশাদ মিথানি-কে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তারা খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, শাদিক কালিয়া একসময় কালাচৌকি এলাকায় রাস্তার বিক্রেতা ছিলেন। পরে আন্ডারওয়ার্ল্ডে যোগ দিয়ে ছোটা শাকিল-এর গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে এক পুলিশ অভিযানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তদন্তকারীদের মতে, তখন মাত্র দু'বছরের শিশু ছিল জাওয়ার, কিন্তু বড় হয়ে সে প্রতিশোধের মানসিকতা পোষণ করছিল বলেই অনুমান। পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

মণিপুরে সংঘর্ষের পর উখরুলে নিরাপত্তা জোরদার শান্তির আবেদন প্রশাসনের

ইম্ফল, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : মণিপুরের উখরুল জেলায় ভয়াবহ সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান জোরদার করেছে। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দোষীদের ধরতে তল্লাশি চলছে এবং নতুন করে হিংসা ছড়ানো রুখতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার লিটান থানার অন্তর্গত মুল্লাম গ্রামে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই হয়। ঘটনায় নিহত হয়েছেন পাওমিনলুন হাওলাই (২২), লেটলাল সিটলহৌ (৪১) এবং হোরশোকমি জামাং (২৯)। পুলিশ জানিয়েছে, হাওলাই ও সিটলহৌ কুকি সম্প্রদায়ের এবং জামাং তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের বাসিন্দা। তাঁরা যথাক্রমে চুরাচাঁদপুর, কাঙ্গপোকপি ও কামজং জেলার বাসিন্দা ছিলেন। সংঘর্ষে মুল্লাম গ্রামের একাধিক বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেন। তিনি বলেন, "নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর এই ধরনের বর্বরোচিত হামলা মানবিকতার পরিপন্থী এবং সমাজের মূল কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত।" ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি সব পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, "এই সংকটের সময়ে সকল সম্প্রদায়ের কাছে আমার আবেদনসংযম বজায় রাখুন। হিংসা কোনও সমাধান দেয় না, বরং ক্ষত আরও গভীর করে এবং উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে।"

এদিকে থাদৌ ইনপি মণিপুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ১৯৯০-এর দশকের কুকি-নাগা সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সংগঠনটি সকল পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়ে থাদৌ সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

অন্যদিকে চান্দেল জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী খুমকোট গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একাধিক রাইফেল, গ্রেনেড, ডিটোনেটর ও যোগাযোগ যন্ত্র।

এছাড়া চুরাচাঁদপুর জেলার সেঙ্গুই গ্রাম থেকে ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওর জেরে তাঁর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ায় জেলা প্রশাসনের অনুরোধে মধ্যরাতে এই অভিযান চালানো হয়। পরে তাঁকে নিরাপত্তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুরো ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

বঙ্গের দ্বিতীয় দফা ভোটে ১১ অতিরিক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ ইসিআই-এর

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটকে সামনে রেখে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ১১ জন অতিরিক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। শনিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের এক সূত্র জানায়, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত এই পর্যবেক্ষকরা অন্য রাজ্য থেকে আসছেন। দ্বিতীয় দফার ভোটে যাতে সামান্যতম উত্তেজনাও না ছড়ায়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। সূত্রের দাবি, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দ্বিতীয় দফায় আরও কঠোর নজরদারি চাইছে কমিশন। এই ১১ জন অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক নিয়োগের ফলে রাজ্যে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯৫। এর আগে এই নির্বাচনের জন্য ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল, যা আগেরবারের তুলনায় বেশি ছিল।

সিইও দফতর সূত্রে আরও জানা গেছে, সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে অতিরিক্ত নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে।

এদিকে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পাঁচ পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই (আইপিএস), এসডিপিও সাজল মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তী, ফলতা থানার আইসি অজয় বাগ এবং উস্তি থানার ওসি সাধনা বাগ।

এছাড়া ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার ইশানি পালকে অধস্তনদের কাজ সঠিকভাবে তদারকি না করার জন্য কড়া সতর্কবার্তাও দিয়েছে কমিশন। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ এপ্রিল।

বিহারের সারণে ছুরি হামলায় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মৃত্যু, গুরুতর জখম ৩

পাটনা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): বিহারের সারণ জেলায় ভয়াবহ ছুরি হামলায় এক ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। শনিবার পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গেছে। মৃতের নাম রাজা বাবু ঠাকুর। তিনি ছাপড়ার মাঞ্জি নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোটা গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মাঞ্জি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে, যার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, তিলকোৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির মধ্যেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। প্রথমে বচসা হলেও তা দ্রুতই রূপ নেয় হিংসাত্মক সংঘর্ষে। এরপরই ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়, যাতে কাউন্সিলর-সহ চারজন গুরুতর জখম হন।

আহতদের প্রথমে মাঞ্জি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের ছাপড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় শনিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রাজা বাবু ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় মৃতের আত্মীয় মুকেশ ঠাকুর, রিতেশ ঠাকুর-সহ আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাঞ্জি থানার ওসি জানিয়েছেন, খুন ও খুনের চেষ্টার ধারায় ১২ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চলছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। আনন্দের অনুষ্ঠান মুহূর্তে রূপ নেয় শোকের ঘটনায়, যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় মানুষজন।

মাতৃপল্লী এলাকায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খাবার কম খেয়ে সাপ্লিমেন্ট খেলেই কি পুষ্টির ঘাটতি মিটবে

ডায়াবিটিস থেকে ক্যান্সারএমন হাজারো পিছনে দায়ী অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, প্রত্যেকে এখন বাড়ির তৈরি খাবারের উপর জোর দিচ্ছেন। মানুষও এখন অনেক বেশি সচেতন। যে খাবারে পুষ্টি বেশি, সেটাই খাওয়ার চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু অনেক সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরেও শরীরে ভিটামিন-মিনারেলের ঘাটতি থেকে যায়। তখন না চাইতেও সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে হয়। তা হলে কি খাবারের বিকল্প সাপ্লিমেন্ট হতে পারে?

পুষ্টিবিদদের মতে, ফল, শাকসব্জি, বাদাম, গোটাশস্যের মতো খাবার সাপ্লিমেন্টের তুলনায় অনেক বেশি উপকারী। এতে ভিটামিন সি, আয়রন, জিঙ্কসহ নানা পুষ্টি উপাদান থাকে। শরীরে একাধিক পুষ্টির ঘাটতি মিটিয়ে দেয় খাবার। যেমন ১০০ গ্রাম আমলকিতে প্রায় ৬০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে কী ভাবে ১০০ শতাংশ ভিটামিন সি পাওয়া যায়? আমলকির ভিটামিন সি ৮০ মিনিট পর্যন্ত ফোটালেও নষ্ট হয় না। তাই শুকনো আমলকি খেলেও শরীরে ভিটামিন সি মেলে। তা ছাড়া এতে থাকা ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট পাচনতন্ত্র ও লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে এত রকম উপকারিতা মেলে না। কিন্তু খাবার খেলে মেলে। খাবার কি শুধুই পুষ্টির ঘাটতি মেটায়? ফল-সব্জি ইত্যাদিতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। তা ছাড়া খাবার শরীরে কাজ করার এনার্জি জোগায়। ক্যান্সার, হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের মতো একাধিক রোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। সুতরাং, খাবার না খেয়ে শুধু সাপ্লিমেন্টের ভরসায় বসে থাকা সম্ভব নয়। সাপ্লিমেন্ট শুধু নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটায়।

সাপ্লিমেন্ট কখন কাজে লাগে?

বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন বা প্রোবায়োটিক ইত্যাদি পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায়। সাপ্লিমেন্টের সাহায্যে শরীরে ওই নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে না সাপ্লিমেন্ট।

কাদের জন্য উপকারী হতে পারে সাপ্লিমেন্ট?

সাধারণত মহিলাদের ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কারণ বেশিরভাগ মহিলার দেহেই এই পুষ্টির ঘাটতি থাকে এবং সাধারণ খাবার খেয়ে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য চিকিৎসকেরা মাল্টিভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন।

যে সব বয়স্করা সলিড ফুড খেতে পারেন না, কিংবা বয়সের সঙ্গে যদি পুষ্টির ঘাটতি না মেটে তখনও মাল্টিভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কি সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত?

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত নয়। আপনার শরীরে কোন পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এবং তার জন্য কত মিলিগ্রামের মাল্টিভিটামিন খাবেন, তা জানা দরকার। পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া খাবার থেকেই যদি পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়, তা হলে সাপ্লিমেন্ট খাওয়ারই দরকার নেই। সাপ্লিমেন্ট কি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিকল্প হতে পারে? সাপ্লিমেন্ট কখনওই স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নয়। যাঁরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন না বা হজমে সমস্যা হয়, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন। অনেক সময়ে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টও নেওয়ার দরকার পড়ে। তাই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার কথা ভাবলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সিলিং ফ্যানের ময়লা পরিষ্কার করবেন কিভাবে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘষাঘষি নয়, বরং স্মার্ট উপায়ে পরিষ্কার করুন সিলিং ফ্যান। বাতাসের আর্দ্রতা আর ধূলিকণা মিলে ফ্যানের ব্লেডে একটি কালো আঠালো স্তর তৈরি করে। এই ময়লার কারণে ফ্যানের গতি কমে যায় এবং বাতাসও গরম হতে থাকে। ঘর নোংরা না করে কীভাবে নিমেষে ফ্যান পরিষ্কার করবেন, দেখে নিন এই ফটোস্টোরিতে।

বাতাসের আর্দ্রতা আর ধূলিকণা মিলে ফ্যানের ব্লেডে একটি কালো আঠালো স্তর তৈরি করে। এই ময়লার কারণে ফ্যানের গতি কমে যায় এবং বাতাসও গরম হতে থাকে। তাই নিয়মিত পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। সিঁড়ি বা টুলে উঠে বালিশের একটি পুরনো কভার নিন। এই পদ্ধতিতে মেঝেতে ধুলো পড়ার ভয় একদম থাকে না। ফ্যান পরিষ্কার করার এটি সবথেকে আধুনিক এবং সহজ উপায়।

বালিশের কভারটি ফ্যানের একটি ব্লেডের ভেতরে ঢুকিয়ে দিন, যেন ব্লেডটি কভারের ভেতরে থাকে। এবার দুই হাত দিয়ে ব্লেড চেপে ধরে নিজের দিকে টেনে আনুন। সব ময়লা কভারের ভেতরেই আটকে যাবে। যদি ফ্যানে চিটচিটে ময়লা থাকে, তবে শুধু কভারে কাজ হবে না। একটি স্প্রে বোতলে ২ চামচ সাদা ভিনিগার এবং ১ চামচ ডিশওয়াশ লিকুইড মিশিয়ে নিন। এটি ব্লেডের ওপর স্প্রে করে ২ মিনিট রেখে দিন। স্প্রে করার পর একটি পুরনো কাপড় দিয়ে ব্লেডটি মুছে নিন। ভিনিগার ব্যবহারের ফলে ব্লেড আয়নার মতো চকচক করবে। সবশেষে শুকনো কাপড় দিয়ে আরও একবার মুছে নিলে ধুলোবালি সহজে বসবে না।

ফ্যান পরিষ্কার করার আগে অবশ্যই মেইন সুইচ বন্ধ আছে কি না দেখে নিন। ধুলো যাতে চোখে না যায়, তার জন্য চশমা ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। খেয়াল রাখবেন যাতে ব্লেড খুব বেশি বেঁকে না যায়।

কখনও খুব ভেজা কাপড় দিয়ে ফ্যান মুছবেন না, এতে মোটরে জল ঢোকার ঝুঁকি থাকে। ভেজা কাপড় ব্যবহারের পর ফ্যান না শুকানো পর্যন্ত সুইচ অন করবেন না। এতে ব্লেডে জং ধরার ভয়ও কমে। গরমের সময় অন্তত ১৫-২০ দিন অন্তর ফ্যান পরিষ্কার রাখা ভালো। এতে ঘর পরিচ্ছন্ন থাকে এবং মোটরও দীর্ঘ সময় ভালো সার্ভিস দেয়। আজই এই সহজ পদ্ধতিটি ট্রাই করে দেখুন!

৮টি কার্যকরী উপায়ে জল রাখলে ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা হবে

তীব্র গরমে ফ্রিজের ঠান্ডা জল স্বস্তিদায়ক হলেও, অতিরিক্ত ঠান্ডা জল স্বাস্থ্যের জন্য সবসময় ভালো নয়। আবার অনেকের বাড়িতে ফ্রিজ নেই বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ফ্রিজ অচল হয়ে পড়ে। প্রাচীন পদ্ধতি এবং কিছু ঘরোয়া কৌশল কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ ছাড়াই জল কনকনে ঠান্ডা রাখার ৮টি কার্যকরী উপায় জেনে নিন।

জল ঠান্ডা রাখার সবচেয়ে প্রাচীন ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো মাটির কলসি। কলসির গায়ে থাকা হাজার হাজার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে জল চুঁইয়ে বাইরে আসে এবং বাষ্পীভূত হয়, যা কলসির ভেতরের জলকে প্রাকৃতিক উপায়ে ঠান্ডা রাখে।

কাচ বা স্টিলের বোতলে জল ভরে তার গায়ে একটি মোটা সুতির কাপড় বা চটের বস্তা ভিজিয়ে জড়িয়ে রাখুন। কাপড়টি শুকিয়ে গেলে আবার জল দিন। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বোতলের জল দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা থাকবে।

জলভর্তি পাত্রটি ঘরের এমন কোণে রাখুন যেখানে সরাসরি রোদ পড়ে না এবং পর্যাপ্ত হাওয়া চলাচল করে। জানলার পাশে বা বারান্দার ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখলে জল প্রাকৃতিকভাবেই শীতল থাকে। একটি বড় গামলায় মোটা স্তরে বালি বিছিয়ে তাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন। এবার সেই ভেজা বালির ওপর মাটির কলসি বা জলের বোতল বসিয়ে রাখুন। বালি শুকোতে দেবেন না; এটি ফ্রিজের মতো কাজ করবে।

তামার পাত্রে জল রাখলে তা কেবল স্বাস্থ্যকরই নয়, বরং মাটির কাছাকাছি তাপমাত্রায় জলকে শীতল রাখতেও সাহায্য করে। তামা তাপের সুপরিবাহী হওয়ায় এটি বাইরের তাপকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। জলের বোতলটি ভেজা তোয়ালে বা গামছা দিয়ে মুড়িয়ে ফ্যানের ঠিক নিচে রাখুন। ফ্যানের হাওয়ায় কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হবে এবং বোতলের উষ্ণতা কেড়ে নিয়ে জলকে ঠান্ডা করে তুলবে। যদি সম্ভব হয়, বাড়ির উঠোনে বা বাগানে গর্ত করে সেখানে বালির স্তর দিয়ে জলভর্তি কলসি রাখা যেতে পারে। মাটির নিচের তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে কম থাকায় জল দীর্ঘক্ষণ শীতল থাকে। শুকনো খড় বা কুটে দিয়ে জলের পাত্রটি ঘিরে রাখলে তা ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে। এটি বাইরের গরম বাতাসকে পাত্রের সংস্পর্শে আসতে দেয় না, ফলে জলের তাপমাত্রা সহজে বাড়ে না।

স্বাদ ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে বানান চাটনি

অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা বরাবরই ঘরোয়া রান্নায় পারদর্শী। নীনা গুপ্তার প্রিয় টমেটো চাটনি এখন নেটপাড়ায় জনপ্রিয়। তবে স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রাখতে এই রেসিপিতে কোনও বদল আনা প্রয়োজন কি না, তা নিয়ে মুখ খুললেন পুষ্টিবিদ।

অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা বরাবরই ঘরোয়া রান্নায় পারদর্শী। অভিনেত্রী বাড়িতে এমন একটি চাটনি বানান যা যেকোনও সময় মন ভরাবে। বছরের যেকোনও সময় এই চাটনি বানানো যায়।

এই চাটনি বানাতে প্রয়োজন টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা। সঙ্গে হাতের কাছে রাখতে হবে আদা কোরা, রসুন এবং কুচি করা ধনেপাতা। সামান্য নুন আর তেল দিলেই তৈরি হবে এই সুস্বাদু চাটনি। প্রথমে টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা সেদ্ধ করে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। কড়াই তে আদা রসুন ফোড়ন দিয়ে টমাটোর পেস্ট ঢেলে দিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। ডায়েটিশিয়ান খুশমা শাহ এই রেসিপিকে স্বাস্থ্যকর বলে জানিয়েছেন। এটি ক্যালোরিতে কম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটি পদ। তবে ঋতুভেদে এতে সামান্য কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যাঁদের শরীর গরম হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাঁরা সাবধান। গরমকালে এই চাটনিতে লঙ্কার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত। নইলে অতিরিক্ত ঝাল থেকে পেটে অস্বস্তি বা অ্যাসিডিটি হতে পারে। শীত বা বর্ষার মরসুমে এই চাটনি শরীরের জন্য বেশ উপকারী। আদা ও রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কাজ করে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

স্বাদে অতুলনীয় হলেও দিনে ১-২ চামচের বেশি খাওয়া ঠিক নয়। অ্যাসিডিটি এড়াতে এতে সামান্য ভাজা জিরে গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে। সব সময় পাকা ও মিষ্টি টমেটো ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

তেলের ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে আনলে শরীর ভালো থাকবে। তৈরি করা চাটনি ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে সেরা গুণাগুণ পেতে ৩-৪ দিনের মধ্যেই এটি খেয়ে নেওয়া উচিত।

বাথরুমে বসে ফোন ঘাটলে শরীরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়

শরীরের নিজস্ব একটি মেকানিজম আছে। কিন্তু স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকলে আমরা শরীরের স্বাভাবিক সংকেতগুলো খেয়াল করা হয় না। ফলে মল দীর্ঘক্ষণ কোলনে জমে থাকে এবং শক্ত হয়ে যায়। এর থেকেই শুরু হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, যা পরবর্তীকালে ফিশার বা মলাশয়ে ফাটলের মতো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার জন্ম দেয়।

বাথরুম মানেই এখন যেন অনেকটা সময় একা কাটানোর সুযোগ। আর সেই সুযোগকে আরও দীর্ঘ করতে অনেকেরই একমাত্র সঙ্গী স্মার্টফোন। স্ক্রল করতে করতে ১০-১৫ মিনিট কোথা দিয়ে কেটে যায়, অনেকেই বুঝতেই পারেন না। কিন্তু এই অভ্যাসটি আপনার শরীরের ভেতর যে ভয়াবহ ক্ষতি করছে, তা জানলে আপনি আজই ফোন বাইরে রেখে বাথরুমে ঢুকবেন। চিকিৎসকদের মতে, টয়লেট সিটে বসে দীর্ঘক্ষণ ফোন ঘাঁটা আসলে শরীরকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

কেন বিপজ্জনক এই অভ্যাস?

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, টয়লেট সিট কোনও সাধারণ চেয়ার নয়। আপনি যখন কমোডে বসেন, তখন আপনার রেক্টাম বা মলাশয় কোনও সাপোর্ট পায় না। মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটির টানে শরীরের নীচের অংশের রক্তনালিগুলোতে চাপ বাড়তে থাকে। যখন আপনি ফোনে মশগুল হয়ে ১০ মিনিটের বেশি সময় ওই অবস্থায় কাটান, তখন মলদ্বারের আশেপাশের শিরাগুলো অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে। ডাক্তারি পরিভাষায় একেই বলা হয় 'পাইলস' বা অর্শ।

শরীরের নিজস্ব একটি মেকানিজম আছে। কিন্তু স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকলে আমরা শরীরের স্বাভাবিক সংকেতগুলো খেয়াল করা হয় না। ফলে মল দীর্ঘক্ষণ কোলনে জমে থাকে এবং শক্ত হয়ে যায়। এর থেকেই শুরু হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, যা পরবর্তীকালে ফিশার বা মলাশয়ে ফাটলের মতো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার জন্ম দেয়। চিকিৎসকরা একে 'স্ট্রেনিং প্যারাডক্স' বলছেন অর্থাৎ আপনি হয়তো জোর দিচ্ছেন না, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে শরীরের ওপর যে চাপ পড়ছে, তাতেই তৈরি হচ্ছে বড় অসুখ। বাঁচার উপায় কী?

চিকিৎসকদের মতে, ৫ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ না হলে উঠে পড়া উচিত। প্রয়োজনে পরে আবার চেষ্টা করুন, কিন্তু বসে বসে ফোনের অপেক্ষা করবেন না। নেশা কাটাতে ফোনটি বাথরুমের বাইরে রেখেই ভেতরে ঢোকার অভ্যাস করুন।

পায়ের তলায় ছোট টুল বা 'স্কোয়াটি পট' ব্যবহার করলে কোলন পরিষ্কার হওয়া সহজ হয় এবং চাপ কম পড়ে।

প্রচুর জল পান এবং ফাইবারযুক্ত খাবার আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা অনেকাংশেই কমিয়ে দিতে পারে।

কানে কম শুনছেন? শ্রবণশক্তি বাড়াতে ডায়েটে রাখুন কিছু খাবার

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া আটকানো সম্ভব। সঠিক খাদ্যাভ্যাস আপনার কানের কোষ ও স্নায়ুকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। জেনে নিন কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে আপনার শ্রবণশক্তি থাকবে অটুট। আজকের প্রতিবেদনে জেনে নিন কানে শোনার ক্ষমতা বজায় রাখতে কোন খাবারগুলি অপরিহার্য।

বয়স বাড়লে শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া স্বাভাবিক হলেও সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। পুষ্টিবিদদের মতে, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার কানের জন্য ওষুধের মতো কাজ করে। নিয়মিত মাছ খেলে কানের স্নায়ু সতেজ থাকে, কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। মাছের ভিটামিন ডি কানের সূক্ষ্ম হাড়ের গঠনকে মজবুত করতে সাহায্য করে। শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ কানের অভ্যন্তরীণ উপবৃদ্ধি, যা নিয়মিত মাছ খেলে প্রতিরোধ করা যায়। সবুজ শাকসবজিতে থাকা ভিটামিন সি, ফোলিক অ্যাসিড এবং পটাসিয়াম শ্রবণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাঁরা বয়সের কারণে কানে কম শুনতে শুরু করেছেন, তাঁদের জন্য পালং শাক বা ব্রকোলি অত্যন্ত উপকারী। এই সবজিগুলি কানের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে এবং কোষের ক্ষয় রোধ করে।

কানের সুস্বাস্থ্যের জন্য জিংক এবং প্রয়োজনীয় খনিজ সরবরাহ করে ডাল, বিনস ও কড়াইশুঁটি। এই উপাদানগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে কানের সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। সংক্রমণের হার কমলে কানের পর্দা এবং অভ্যন্তরীণ অংশ দীর্ঘকাল সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে।

কাজু, আমন্ড এবং মুরগির মাংস জিংকের চমৎকার উৎস, যা শ্রবণশক্তি হ্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। জিংক কানের কোষ বিভাজনে সাহায্য করে এবং যে কোনও ক্ষত দ্রুত সারিয়ে তুলতে কার্যকর। সুস্থ কানের জন্য প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এক মুঠো বাদাম রাখা অত্যন্ত জরুরি। যাঁদের বংশে কানে কম শোনার সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য অল্প বয়স থেকেই ডার্ক চকোলেট খাওয়া বেশ ফলদায়ক। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম শ্রবণশক্তি বজায় রাখতে এবং কানের স্নায়ুকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত মিষ্টি নয়, বরং ডার্ক চকোলেটই উপকারী। তাজা ফলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কানের ভেতরের সূক্ষ্ম রোম কোষগুলিকে মুক্ত মৌল বা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে বাঁচায়। ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল নিয়মিত খেলে কানের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং শোনার ক্ষমতা দ্রুত কমতে পারে না। বিশেষ করে ভিটামিন-সি যুক্ত ফল কানের রোগ প্রতিরোধে দারুণ কার্যকর। জীবনযাপনে সামান্য পরিবর্তন আর পুষ্টিকর খাবার আপনার শ্রবণশক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। ইয়ারফোন ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং নিয়মিত কানের পরীক্ষার পাশাপাশি এই ডায়েট মেনে চলা জরুরি। নিজের যত্ন নিন এবং শব্দহীন পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে শ্রবণশক্তিকে রাখুন সতেজ ও প্রাণবন্ত।

ব্রণ কমাতে লবঙ্গ জল কার্যকর

সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন জনপ্রিয় "ক্লোভ ওয়াটার" বা লবঙ্গ জল। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বা ব্রণ কমাতে অনেকেই এই জল ব্যবহার করছেন। তবে এটি কতটা নিরাপদ? ব্যবহার কি আদতেও করা উচিত? জেনে নিন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইনস্টাগ্রাম রিলসে এখন চারদিকে শুধু লবঙ্গ জলের জয়জয়কার। কেউ একে বলছেন "গ্লো-আপ মিস্ট", আবার কেউ বলছেন ব্রণের অব্যর্থ দাওয়াই। ঘরোয়া উপায়ে তৈরি এই মিস্ট নিয়ে মাতোয়ারা নেটিজেনরা। দাবি করা হচ্ছে, এই জল নিয়মিত মুখে স্প্রে করলে ব্রণ কমে এবং পোরস সংকুচিত হয়। এমনকি ত্বকের কালচে ছোপ দূর করে জেল্লা ফেরাতেও নাকি এর জুড়ি নেই। তবে এই দাবির পেছনে যুক্তি কতটা? লবঙ্গের প্রধান সক্রিয় উপাদান হল 'ইউজেনল'। এতে রয়েছে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ। যা সাধারণত দাঁতের ব্যথা বা শরীরের প্রদাহ কমাতে বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবঙ্গ জলের কার্যকারিতা নিয়ে সরাসরি কোনও বড় সড় ক্লিনিক্যাল স্টাডি নেই। গবেষণাগারে ইউজেনলের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলেও, তা সরাসরি মুখে মাখা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিশেষজ্ঞদের। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি কিছুটা উপকারে আসতে পারে। এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ ব্রণের জীবাণু মারতে সাহায্য করতে পারে। তবে হরমোনজনিত ব্রণের ক্ষেত্রে এটি একেবারেই কাজ করবে না। লবঙ্গ জল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ইউজেনল অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান হওয়ায় এটি থেকে ত্বকে জ্বালাপোড়া, র‍্যাশ বা রেডনেস দেখা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। না লাগানোই ভালো। ব্যবহারের আগে অবশ্যই প্যাচ টেস্ট করে নিতে হবে। এছাড়া এটি ব্যবহারের পর রোদে বেরোলে ত্বকে পিগমেন্টেশনের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। লবঙ্গ জল একটি পরীক্ষামূলক ঘরোয়া টোটকা মাত্র, এটি কোনও চিকিৎসাগত সমাধান নয়। ত্বকের গুরুতর সমস্যায় সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড অন্ধভাবে অনুসরণ না করে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যা মন্দিরে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালিত হয়। ছবি নিজস্ব।

ভারত—মার্কিন কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তায় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

ওয়াশিংটন, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কৌশলগত সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা করলেন ভারত ও মার্কিন সামরিক নেতৃত্ব। ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের শীর্ষ আধিকারিক জেনারেল কেভিন বি. শ্নাইডার-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ সদর দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকে দুই দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি বজায় রাখার বিষয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিসেনা (ত্রি-ছত্রস্তরত্র) সহযোগিতার পরিসর, জটিলতা ও ঘনত্ব বাড়ানোর বিষয়েও সম্মতি হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আধুনিক শক্তির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রযুক্তির গুরুত্বকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত—মার্কিন অংশীদারিত্ব আরও সমন্বিত ও কার্যকর হয়ে উঠছে।

এর আগে চলতি সপ্তাহে যুক্তরাজ্য সফরেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন জেনারেল অনিল চৌহান। সেখানে তিনি ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা প্রধান স্যার রিচার্ড নাইটন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বৈশ্বিক বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা থেকে সাইবার হুমকিবিভিন্ন সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে ভারত ও যুক্তরাজ্য।

এই সফরে রয়্যাল কলেজ অব ডিফেন্স স্টাডিজ-এও বক্তব্য রাখেন চৌহান। তিনি সাম্প্রতিক সংঘর্ষগুলির প্রভাব, যুদ্ধনীতির পরিবর্তনশীল রূপ এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই ধরনের কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তাইওয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারে ভারত: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): তাইওয়ানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করলে চীনের ওপর তার নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে ভারতএমনই মত একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হার্ডওয়্যার উৎপাদন, খনি অনুসন্ধান, ইলেকট্রনিক্স ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে তাইওয়ানের দক্ষতা ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তাইওয়ান 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ও 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র মতো কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে। অন্যদিকে ভারত সফটওয়্যার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারতের বিশাল বাজার তাইওয়ানের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করতে পারে, যার ফলে চীন-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমানো সম্ভব। পাশাপাশি তাইওয়ানের উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

তবে রিপোর্টে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাইওয়ানে ভারতীয় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু আশঙ্কা এবং সামাজিক বিষয়গুলি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই বিষয়গুলোকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে দুই দেশকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (ষ্টঙ) বিবেচনার কথাও বলা হয়েছে, যাতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পায়।

গত এক দশকে ভারত-তাইওয়ান অর্থনৈতিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যের পরিমাণও দ্রুত বেড়েছে। সম্প্রতি কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-র একটি প্রতিনিধিদল তাইপে সফর করে অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স ও স্মার্ট মোবিলিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছে।

এছাড়া ২০২৪ সালে জৈব পণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি কৃষি সহযোগিতা আরও জোরদার করেছে। তাইওয়ান এক্সটার্নাল ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ও তাইপে কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশন মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতে অফিস খুলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা শক্তিশালী করা এবং কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষায় ভারত-তাইওয়ান সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

হাম সংকটে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা উন্মোচিত: রিপোর্ট

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): হাম টিকার সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার গভীর সংকটের চিত্র সামনে এসেছে। একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে সতর্ক করা হয়েছে, দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ না নিলে বহু বছরের অর্জন অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে দেশে টিকাকরণের হার নেমে এসেছে প্রায় ৬০ শতাংশে, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। অথচ ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই হার ছিল ৮৫ থেকে ৯২ শতাংশের মধ্যে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন দীর্ঘদিন ধরে একটি সফল জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত ছিল। সরকারি প্রতিশ্রুতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই কর্মসূচি টিকাদানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। তবে এখন সেই কাঠামো ভেঙে পড়ার মুখে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টিকাকরণের হার এতটা কমে যাওয়া শুধু সরবরাহগত সমস্যা নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত। টিকা কর্মসূচি সফল করতে প্রয়োজন সমন্বিত ক্রয় ব্যবস্থা, স্থিতিশীল অর্থায়ন, কার্যকর নেতৃত্ব এবং পর্যাপ্ত জনবলযার একাধিক ক্ষেত্রেই ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) ভেঙে দেওয়ার পর কোনও কার্যকর বিকল্প কাঠামো তৈরি হয়নি, যা একটি বড় নীতিগত ভুল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এছাড়া ৩৭টি জেলায় ইপিআই-এর প্রায় ৪৫ শতাংশ মাঠপর্যায়ের পদ খালি রয়েছে। প্রায় ১.৫ লক্ষ টিকাকেন্দ্র এই কর্মীদের উপর নির্ভরশীল। ফলে জনবল সংকটের কারণে টিকাকরণের হার কমে যাওয়া স্বাভাবিক। একইসঙ্গে কোল্ড-চেইন বজায় রাখার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের মাসের পর মাস বেতন না মেলায় অসন্তোষ ও ধর্মঘটের ঘটনাও ঘটেছে।

রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, টিকা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সুসংহত করা, শূন্যপদ পূরণ, গবেষণা ও নজরদারিতে বিনিয়োগ এবং জনগণের আস্থা পুনর্গঠন করা জরুরি।

সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, এখনই ব্যবস্থা না নিলে এই সংকট ভবিষ্যতে আরও বড় আকার নিতে পারে, যার আর্থিক ও মানবিক মূল্য অনেক বেশি হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বস্তিতে ভয়াবহ আগুন বন্ধ বজবজ—শিয়ালদহ লোকাল পরিষেবা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার আক্রা---সন্তোষপুর এলাকায় রেললাইনের ধারে বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিপর্যস্ত ট্রেন পরিষেবা। শনিবার দুপুরে আগুন লাগার জেরে বজবজ---শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লোকাল ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

রেল সূত্রে জানা গেছে, আগুনের তাপে ওভারহেড তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিষেবা স্থগিত রাখতে হয়েছে। প্রায় ১৬ বিঘা এলাকায় বিস্তৃত ওই বস্তিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত, এবং অন্তত ৪০টি ঘর পুড়ে গিয়েছে বলে প্রাথমিক খবর। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে, পরে আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয়। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে অনুমান। বস্তিটি রেললাইনের খুব কাছেই হওয়ায় আগুন দ্রুত রেললাইনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দক্ষিণ শাখার এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়, যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে।

ইস্টার্ন রেলওয়ে-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় রেল কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুর প্রায় ১টা ৩০ নাগাদ আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, পরে দমকলকে খবর দেওয়া হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ শিশুদের নিয়ে আতঙ্কে রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে পড়েন। অনেকে সবকিছু হারানোর আশঙ্কায় কান্নায় ভেঙে পড়েন।উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। খবর পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুবাসিশ দাস ঘটনাস্থলে যান। এই কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ এপ্রিল।

তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ভোটের সুপারিশ নয়: নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন এবং উপনির্বাচন ঘিরে ভোট-পরবর্তী নথি খতিয়ে দেখে কোথাও পুনর্ভোটের সুপারিশ করা হয়নি বলে শনিবার জানাল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সম্ভাব্য অনিয়ম চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজন হলে পুনর্ভোটের সুপারিশের উদ্দেশ্যে ভোটারদের রেজিস্টার (ফর্ম ১৭এ) সহ ভোটের দিনের অন্যান্য নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল যেসব ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, সেগুলির সবকটিতেই শুক্রবার এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রিটার্নিং অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ৬০০-র বেশি প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই কাজ হয়। মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থীকে আগেই সময় ও স্থানের তথ্য জানানো হয়েছিল। পর্যালোচনার পর কমিশন জানায়, প্রথম দফায় রাজ্যের ৪৪,৩৭৬টি বুথের কোনওটিতেই পুনর্ভোটের প্রয়োজন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ এপ্রিল।

একইভাবে তামিলনাড়ুতেও ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই শুক্রবার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে ১,৮২৫ জন প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে মোট ৪,০২৩ জন প্রার্থীকে আগেই এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল।

কমিশন জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর ৭৫,০৬৪টি বুথের কোনওটিতেই পুনর্ভোটের সুপারিশ করা হয়নি। ইসিআই আরও জানায়, দুই রাজ্যেই এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ভিডিওগ্রাফ করা হয়েছে এবং পরীক্ষা শেষে ফর্ম ১৭এ সহ অন্যান্য নথি পুনরায় সিলমোহর করা হয়েছে। ইভিএম-ভিভিপ্যাট মেশিনগুলি ডাবল লকযুক্ত স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তায় সিসিটিভি নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের স্ট্রংরুমের কাছাকাছি ক্যাম্প বসানোর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নজর রাখা যায়।উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে দুই রাজ্যেই উল্লেখযোগ্য ভোটার উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। তামিলনাড়ুতে প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫২টি আসনে ৯২ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণেরই প্রতিফলন।

শ্রীনগরে মাদক পাচারকারীদের ৩.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস): মাদকবিরোধী অভিযানে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। শনিবার শ্রীনগর পুলিশ জানায়, মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের প্রায় ৩.৫ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, 'নেশামুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর অভিযান'-এর আওতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এনডিপিএস আইনের ৬৮-এফ ধারার অধীনে সাঙ্গাম থানার পুলিশ এই অভিযান চালায়।

এই অভিযানে যে সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে শ্রীনগরের নূরবাগ এলাকার ক্রেশবল অঞ্চলের বাসিন্দা শাকিল আহমেদ গনি-র একটি দু'তলা বাড়ি ও এক কানাল জমি। এছাড়া একই এলাকার ফারুক আহমেদ মীর-এর দু'টি দু'তলা বাড়ি ও এক কানাল জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা।

পুলিশ জানায়, এই সম্পত্তিগুলি এনডিপিএস আইনের ৮/২০ এবং ২৯ ধারায় দায়ের হওয়া একটি মামলার সঙ্গে যুক্ত।

এদিকে, একই দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা সাম্বায় আয়োজিত এক মাদকবিরোধী কর্মসূচিতে যোগ দেন। তিনি বলেন, "এই ১০০ দিনের অভিযান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।"

তিনি যুবসমাজকে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং বলেন, তাঁদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাই এই সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে মাদক পাচার, হাওলা লেনদেন এবং সন্ত্রাসে অর্থ জোগানের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। সীমান্তে সেনা ও বিএসএফও পাচার ও অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

আপ ছেড়ে ক্ষোভ উগরে রাঘব চাড্ডা বললেন 'দল দুর্নীতিগ্রস্তদের হাতে'

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): আম আদমি পার্টি (আপ) থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। শনিবার তিনি বলেন, দল এখন "দুর্নীতিগ্রস্ত ও আপসকামীদের হাতে" চলে গেছে, যার জেরে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা "হতাশ, বিমুখ এবং বিতৃষ্ণ" হয়ে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শুক্রবার বড় রাজনৈতিক চমক দিয়ে রাঘব চাড্ডা-সহ আরও ছয়জন সাংসদস্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, রাজিন্দর গুপ্তা এবং বিক্রম সাহনিআম আদমি পার্টি ছাড়ার ঘোষণা করেন। তাঁরা শীঘ্রই ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দেবেন বলেও জানান।

চাড্ডা দাবি করেন, এটি শুধু ২-৩ জন নয়, মোট সাতজন সাংসদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং তাঁরা রাজ্যসভায় দলের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করেন। সংবিধান অনুযায়ী, কোনও দল নিজের আদর্শ থেকে সরে গেলে নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদ একসঙ্গে দল ছাড়ার অধিকার রাখেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, "যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দল গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা এখন দল ছাড়ছেন বা ছাড়ার প্রক্রিয়ায় আছেন। কারণ সৎ ও পরিশ্রমী মানুষদের মনে হচ্ছে, এই দলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।"

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের পরাজয়ের জন্য 'শীশমহল' বিতর্ককেই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করেন চাড্ডা। তাঁর কথায়, "যদি একটি বড় কারণ খুঁজতে হয়, তাহলে সেটাই ছিল 'শীশমহল' ইস্যু।"

এদিকে এই ইস্যুতে আপ নেতৃত্বকে কড়া আত্মসমালোচনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, দলীয় কর্মীরা সাধারণ মানুষের প্রশ্নের কীভাবে জবাব দেবেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-র পক্ষ থেকেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে আক্রমণ শানানো হয়েছে।

কর্ণাটকে এসসি সংরক্ষণ ইস্যুতে 'ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ বিজেপির

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): কর্ণাটকে তফসিলি জাতি (এসসি)-দের জন্য অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ চালুর সিদ্ধান্ত ঘিরে কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র অভিযোগ করেন, এই সিদ্ধান্ত এসসি সম্প্রদায়ের সঙ্গে "ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা"।

বিজয়েন্দ্র দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-র নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার প্রায় আড়াই বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংরক্ষণ বণ্টন কার্যকর করতে দেরি করেছে। পরে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে এসসি সম্প্রদায়কে এ, বি এবং সিএই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন বাসবরাজ বোম্মাই-এর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার এসসি সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই বরাদ্দের মধ্যে কাটছাঁট করেছে।

বিজয়েন্দ্রের দাবি, ক্যাটেগরি 'এ'-এর সংরক্ষণ ৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশ এবং 'বি'-এর সংরক্ষণ ৫.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া বানজারা, ভোভি, কোরাচা ও কোরামা সম্প্রদায়ের জন্য পূর্বে নির্ধারিত ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ এবং যাযাবর গোষ্ঠীর জন্য আলাদা ১ শতাংশ সংরক্ষণ বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

তিনি আরও বলেন, এই সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্রিত করে 'সি' ক্যাটেগরিতে রাখা হয়েছে এবং সেখানে মাত্র ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যা অন্যায্য।

বিজেপি নেতার আরও দাবি, আদালতের কোনও স্থগিতাদেশ না থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নিজেই হলফনামা দিয়ে মোট এসসি সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামাতে সম্মত হয়েছে।

সরকারি চাকরি নিয়োগ নিয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিজয়েন্দ্র বলেন, লক্ষাধিক পদ খালি পড়ে রয়েছে। আড়াই বছর সময় নষ্ট করার পর এখন নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এই অভিযোগের পাল্টা হিসেবে কর্ণাটক সরকার জানিয়েছে, সকল উপগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায়সংগত বণ্টনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মন্ত্রিসভা ৫.২৫:৫.২৫:৪.৫ অনুপাতে অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণে অনুমোদন দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, এ বছর ৫৬,৪৩২টি পদে নিয়োগ করা হবে এবং খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তিনি আরও জানান, আদালতের চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা বজায় রাখা হবে, যদিও ভবিষ্যতে ৫৬ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজনৈতিক মহলে এই ইস্যু ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে রাষ্ট্রীয় হিন্দু ফ্রন্টের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

খোয়াইয়ে চড়কমেলায় হামলার অভিযোগ, তদন্তের দাবি ঘিরে উত্তেজনা

খোয়াই, ২৫ এপ্রিল: খোয়াই জেলার পূর্ব চেবরী বৃন্দাবনঘাট এলাকায় চড়ক মেলাকে কেন্দ্র করে এক অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াই সিসি মাঠে আয়োজিত চড়ক মেলায় মেলা কমিটির এক সদস্য তথা স্থানীয় এক নেতার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, মেলার নিয়মাবলি নিয়ে প্রথমে বচসা বাধে। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, কালী রূপে সজ্জিত এক সন্ন্যাসীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে দাবি করা হয়েছে।

আরও অভিযোগ, রাতের একটি সময়ে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এরপর কয়েকজন মিলে ওই সন্ন্যাসীকে মারধর করা হয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মেলায় উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার পর সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের দাবি, চড়ক মেলা একটি ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যেখানে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ঘটনার সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মেলাঘরে অটো শ্রমিকদের তিন ঘণ্টার পথ অবরোধ, ওসির হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক যান চলাচল

মেলাঘর, ২৫ এপ্রিল: বিএমএস-এর কিছু সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শনিবার সকালে মেলাঘর থেকে উরমাই সড়কে তিন ঘণ্টাব্যাপী পথ অবরোধে সামিল হন অটো শ্রমিকরা। সকাল থেকেই পচার মারঘাট সমর সেতু এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, সকাল ঠিক ৮টা নাগাদ শতাধিক অটো শ্রমিক নিজেদের অটো রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে অবরোধ শুরু করেন। এর ফলে ব্যস্ত সময়ে সড়কের দু'পাশে আটকে পড়ে অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন। অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া সকলেই চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেলাঘর থানার পুলিশ। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ থাকার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পরবর্তীতে মেলাঘর থানার ওসি নিজে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া খতিয়ে দেখা এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন অটো শ্রমিকরা। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় এলকার যান চলাচল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কোলারাসে ২,৫০০ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা কারখানার ঘোষণা, একাধিক প্রকল্পের সূচনা সিন্ধিয়ার

ভোপাল, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের কোলারাসে বড় শিল্প বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। শনিবার তিনি জানান, প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রতিরক্ষা উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলা হবে, যা আগামী দু'মাসের মধ্যেই স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

শিবপুরী—কোলারাস সফরের প্রথম দিনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই প্রকল্প কোলারাসের শিল্প মানচিত্র বদলে দেবে এবং প্রায় দুই দশকের পুরনো দাবি পূরণ করবে।"

মন্ত্রী জানান, কোলারাস থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে কোটা হাইওয়ে ও মুম্বই—গ্বালিয়র হাইওয়ের সংযোগস্থলে এই কারখানা তৈরি হবে। যোগাযোগ ও লজিস্টিকের দিক থেকে জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই প্রকল্পে প্রায় ২,০০০ মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি আশেপাশে আনুষঙ্গিক শিল্পও গড়ে উঠবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

সিন্ধিয়া বলেন, "কোলারাস এতদিন মূলত কৃষির জন্য পরিচিত ছিল, বিশেষ করে টমেটো উৎপাদনে। এবার এই অঞ্চল দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।"

এছাড়াও এদিন প্রায় ১৯.৬৮ কোটি টাকার একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। পিএম-জনমন প্রকল্প-এর অধীনে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের সূচনা করা হয়। পাশাপাশি জনপদ পঞ্চায়েত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

নতুন বাসস্ট্যান্ড ও শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধনও করেন তিনি, যা এলাকায় যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বাড়াবে। এছাড়া একটি নিকাশি শোধনাগার (সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে, যা শহুরে পরিকাঠামো উন্নত করতে সাহায্য করবে।

সুষম উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে সিন্ধিয়া বলেন, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা যেন প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছায়, সে দিকেই সরকার কাজ করছে।

হাজারিবাগে গ্রেফতার পিএসইউ ম্যানেজারের বাড়ি থেকে নগদ ২১ লক্ষ টাকা উদ্ধার, তল্লাশিতে সিবিআই

নয়াদিল্লি/হাজারিবাগ, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার এক সরকারি সংস্থার ম্যানেজারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ২১ লক্ষ টাকা, গয়না, সম্পত্তির নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন।

ধৃত ব্যক্তি রবি রঞ্জন কুমার, যিনি সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন-এর ম্যানেজার। অভিযোগ, তিনি ১ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হলে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ২৩ এপ্রিল এই দুর্নীতি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, আগে থেকেই পাওয়া কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য কুমার ঘুষ দাবি করেছিলেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই একটি ফাঁদ পাতে এবং সেই অভিযানে কুমারকে ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়।

তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এই মামলায় সিডব্লিউসি-র অন্যান্য আধিকারিকদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহত্তর কোনও দুর্নীতির চক্র জড়িত আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সিবিআইয়ের মতে, সরকারি সংস্থায় দুর্নীতি দমনে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তদন্ত এখনও চলছে এবং প্রয়োজন হলে আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

সতর্কবার্তা দিলে রেগে যান মমতা: অমিত শাহের অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): ভোটে অশান্তি রুখতে সতর্কবার্তা দিলেই মুখ্যমন্ত্রী রেগে যানএমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি এই মন্তব্য করেন।

শাহের দাবি, প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা হিংসার মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করে। "আমি প্রতিটি সভায় তাদের সতর্ক করিভোটে গোলমাল করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর তখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ওপর রেগে যান," বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, "এখন শুধু সতর্ক করছি। যদি তারা নিজেদের না বদলায়, তাহলে তাদের জায়গা হবে জেলের ভিতরে।"

এদিন পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে কয়েক মাস আগে এক দলিত মেডিক্যাল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন শাহ। তিনি বলেন, "দেশের ২০টি রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। তাঁদের কাউকে কি কখনও শুনেছেন মহিলাদের সন্ধ্যা ৭টার পর বাইরে না বেরোতে বলছেন?"

শাহর অভিযোগ, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মহিলারা রাতেও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবেন।

এছাড়া তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, "আমাদের সরকার গঠিত হলে এই সমস্ত সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অপ্রকাশিত বই নিয়ে রাহুলের দাবি: "আমি নিজেই দেখিনি", বললেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (আইএএনএস) : নিজের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'ফোর স্টারস অব ডেস্টিনি' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই মুখ খুললেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। শনিবার তিনি বলেন, তিনি নিজেই বইটির কোনও চূড়ান্ত প্রকাশিত কপি দেখেননি, ফলে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কীভাবে ওই বইয়ের অংশ পেয়েছেন, তা তাঁর জানা নেই।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নারাভানে বলেন, "লেখক হিসেবে আমিই এখনও বইটির ফাইনাল কপি দেখিনি। তাই কোন বই দেখানো হচ্ছে বা সেটি কোথা থেকে এল, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন-ও স্পষ্ট জানিয়েছে যে বইটির কোনও মুদ্রিত বা ডিজিটাল কপি এখনও প্রচারে নেই।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সংসদের বাইরে রাহুল গান্ধী এই অপ্রকাশিত বইয়ের একটি কপি দেখিয়ে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন, যা ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিকে ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত উত্তেজনা প্রসঙ্গে নারাভানে বলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার "পূর্ণ স্বাধীনতা" দিয়েছিল, যা সেনাবাহিনীর প্রতি সরকারের আস্থারই প্রতিফলন। তাঁর কথায়, "সেনাকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তার মানে সরকার তাদের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখে।"

বইয়ের একটি অংশ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছেযেখানে 'যা উপযুক্ত মনে হয় তাই করুন'এই মন্তব্যকে ঘিরে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

'ভারত বিশ্বগুরু হবেই', ভগবতের বক্তব্যে সমর্থন সাধু-সন্তদের, সম্প্রীতির উপর জোর ইকবাল আনসারির

অযোধ্যা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারতের 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠার বিষয়ে মোহন ভাগবত-এর মন্তব্যকে সমর্থন জানালেন বিভিন্ন হিন্দু সাধু-সন্ত। একইসঙ্গে 'ব্রেন ড্রেন' বা মেধাপাচার রোধের ওপর জোর দেওয়ার কথাও উঠে এল তাঁদের বক্তব্যে। অন্যদিকে, বাবরি মসজিদ মামলার প্রাক্তন মামলাকারী ইকবাল আনসারি বলেন, ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বগুরু এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকলেই এই অবস্থান অটুট থাকবে।

নাগপুরে 'ভারত দুর্গা শক্তি স্থল' মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, "সন্দেহ রাখবেন না, ভারত বিশ্বগুরু হবেই।" তিনি অতীতের উদাহরণ টেনে বলেন, যেমন রাম মন্দির নির্মাণ নিয়েও একসময় সংশয় ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

সন্ত বরুণ দাসজি মহারাজের মতে, বিশ্বগুরু হতে গেলে দেশের মেধা বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করা জরুরি। তিনি বলেন, "ভারত আগে বিশ্বগুরু ছিল, কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যুগে মেধাপাচার বন্ধ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

হনুমানগড়ির দেবেশাচার্য্যজি মহারাজও ভাগবতের বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে বলেন, যারা ভারতের বিশ্বগুরু হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, তারা ভুল করছেন। একইসঙ্গে তিনিও মেধাপাচার রোধে সরকারের সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

পরমহংস আচার্য দাবি করেন, "ভারত অতীতেও বিশ্বগুরু ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।" তিনি আরও বলেন, দেশের অগ্রগতিকে কেউ আটকাতে পারবে না।

অন্যদিকে ইকবাল আনসারি ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানসব ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকলে ভারত বিশ্বগুরু হিসেবেই থাকবে।" তিনি সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান দেখানোর আহ্বান জানান।

এই মন্তব্যগুলি দেশের ভবিষ্যৎ ও সামাজিক ঐক্য নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেছে।

তেলেঙ্গানায় আত্মসমর্পণ ৪৭ মাওবাদীর, জমা দিল বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার

হায়দরাবাদ, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): ছত্তিশগড়ের ৪৭ জন আন্ডারগ্রাউন্ড মাওবাদী কর্মী শনিবার তেলেঙ্গানার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বি. শিবধর রেড্ডি-র সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। এদের মধ্যে দক্ষিণ বস্তার ডিভিশনাল কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য হেমলা আইথু ওরফে বিজ্জাও রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আত্মসমর্পণকারী এই সদস্যরা নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-এর বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ), ২৮ জন ডান্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি (ডিকেএসজেডসি) এবং বাকিরা দক্ষিণ বস্তার ডিভিশনাল কমিটির বিভিন্ন প্লাটুনের সদস্য।

আত্মসমর্পণের সময় তারা ৩২টি আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি লাইট মেশিনগান, চারটি একে-৪৭, তিনটি এসএলআর, দুটি ইনসাস রাইফেল-সহ মোট ৫১৫ রাউন্ড জীবন্ত গুলি।

পুলিশ প্রধান জানান, তেলেঙ্গানা পুলিশের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির প্রতি আস্থা এবং পুলিশের সহায়ক মনোভাবের কারণে তারা মূলধারায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, এই আত্মসমর্পণের ফলে দক্ষিণ বস্তার ডিভিশনাল কমিটির প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সশস্ত্র সদস্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং সংগঠনটি ভেঙে পড়ার মুখে।

জানা গেছে, আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের জন্য মোট ১.৫ কোটি টাকার পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। আপাতত প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বাকি অর্থ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর দেওয়া হবে।

এছাড়া রাজ্য সরকারের তরফে স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসনের বিভিন্ন সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

পুলিশ জানিয়েছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত মোট ২৬০ জন মাওবাদী তেলেঙ্গানায় আত্মসমর্পণ করেছেন এবং ২০২৬ সালে ২৩৮টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটে উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় নিরাপত্তা জোরদারে বড়সড় প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৯ এপ্রিল ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে মোট ২,৩৪৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

সূত্রের খবর, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়মোট ৫০৭ কোম্পানি। তার পরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৪০৯ কোম্পানি)।

অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে হুগলি-তে ৩৪৪ কোম্পানি, নদিয়া-তে ২৮৫ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে। পূর্ব বর্ধমান এবং কলকাতা-তে থাকবে ২৭৩ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সবচেয়ে কম বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে হাওড়া জেলায়মোট ২৫৭ কোম্পানি।

এই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট। এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের সদস্যরাও মোতায়েন থাকবেন।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, পূর্ববর্তী নির্বাচনে হিংসার ইতিহাস, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের উপস্থিতির মতো বিষয় মাথায় রেখে বাহিনী বণ্টন করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ হবে কড়া নজরদারির মধ্যে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষকসহ মোট ১৪২ জন এবং ৯৫ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নজর রাখবেন।

উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটে ১৫২টি কেন্দ্রে ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় দফার আগে আরও ১১ জন অতিরিক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য অবাধ, সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা। প্রথম দফার ভোট মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ হলেও, দ্বিতীয় দফাকে সামনে রেখে নিরাপত্তা আরও কড়া করা হয়েছে।

ছবিমুড়া পর্যটন

● প্রথম পাতার পর

ত্যাগ করেন। তবে দলীয় কর্মীরা জানিয়েছেন, আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ছবিমুড়া পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে।

এই ঘটনায় পর্যটন কেন্দ্রটির ভবিষ্যৎ এবং স্বাভাবিক পরিষেবা কবে পুনরায় চালু হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা ছবিমুড়ার প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান কবে হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

নয়া ভাইস চেয়ারম্যান অশোক

● প্রথম পাতার পর

আরও শক্তিশালী করবে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, লাহিড়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক হলেও চলতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্স, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বন্ধন ব্যাংক ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড পলিসি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী লাহিড়ী অর্থনীতি ও জননীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য সুপরিচিত।

বিশালগড়ে গ্যাস এজেন্সিতে চরম হয়রানির অভিযোগ, ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না সিলিন্ডার

বিশালগড়, ২৫ এপ্রিল : বিশালগড়ের মা কালি ইন্ডিয়ান গ্যাস এজেন্সিতে চরম ভোগান্তির অভিযোগ তুললেন সাধারণ গ্রাহকরা। এজেন্সির নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণের কথা থাকলেও বাস্তবে ভোর ৪টা-৫টা থেকেই লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন মানুষজন। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে তাদের।

অভিযোগ, গ্যাস সংগ্রহ করতে এসে গ্রাহকদের একাধিক লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রথমে কাউন্টারে, তারপর আবার গোডাউনে আলাদা লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, যা বাড়াচ্ছে দুর্ভোগ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্যাসবাহী গাড়ির দেরিতে পৌঁছানো বা অনেক সময় না আসার সমস্যা।

ফলে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে দিনমজুর সকলের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। সময়মতো কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারছেন না বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, যদি নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ করা হয়, তবে কেন এই অব্যবস্থা? কেন সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন এমন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মোদি-মমতা মুদ্রার দুই

● প্রথম পাতার পর

বেশি যুবক বেকারভাতার জন্য আবেদন করেছেনএটাই বর্তমান বাংলার বাস্তব ছবি।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের গোপন সমঝোতা রয়েছে, যার ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। নিজের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গান্ধী বলেন, "আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা রয়েছে, আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কয়টি মামলা আছে? তাঁকে কতক্ষণ জেরা করা হয়েছে? কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় না কেন?" এই মন্তব্যকে ঘিরে নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তিনদিনের ত্রিপুরা সফরে কেন্দ্রীয়

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।পরিদর্শনকালে সঙ্গে ছিলেন, পূর্বোত্তর উন্নয়ণ বিভাগের অধিকর্তা বিবেক গোয়েল, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল,টি,ডারলং, ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক ডঃ তমাল মজুমদার প্রমুখ।

আজ বিকালে পূর্বোত্তর উন্নয়ণ মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু ঊনকোটি"তে এসে পৌঁছুলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ঊনকোটি জেলা প্রশাসন থেকে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।শৈবতীর্থ ঊনকোটি পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত অর্থে চলমান ও সম্পন্ন কাজকর্ম সরেজমিনে দেখতে তার তিনদিনের ত্রিপুরা সফর আজ থেকে শুরু হয়েছে। প্রত্নভূমি ঊনকোটি এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখে তিনি আপ্লুত হয়েছেন বলে জানান। উত্তর পূর্ব উন্নয়ণ মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু আজ উত্তর জেলার ধর্মনগরের ফুলবারুই-তে আগর চাষের গ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি আগরচাষীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তিনি জানান, রাজ্যে আগর চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আগর চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুসারে আগর চাষের সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ডোনারের সচিব সঞ্জয় জাজু আগামীকাল রবিবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্য ও বিশ্রামগঞ্জে পিএম ডিভাইন প্রকল্প পরিদর্শন করবেন। এরপর তিনি নীরমহল হয়ে মাতাবাড়িতে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শন করবেন। এরপর মহারানী ব্যারেজ দেখার পর তিনি ছবিমুড়া ও ডম্বুরের নারিকেল কুঞ্জে যাবেন।

এবার বাংলায়

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত করে।

সমাবেশ শেষে মন্ত্রী বলেন এই বিপুল জনসমাগম এবং মানুষের উচ্ছ্বাসই প্রমাণ করছে বিজেপির জয় অনিবার্য। জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের প্রতিটি প্রান্তে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজয় ওঝার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের এই আস্থা আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং সুশাসনের প্রতীক হিসেবে বাংলার মানুষ বিজেপির উপর আস্থা রাখছেন। তাঁর মতে, বিজয় ওঝা একজন জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য নেতা, যাঁর নেতৃত্বে জোড়াসাঁকো কেন্দ্র আরও দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই বিপুল জনসমর্থনই প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ উন্নয়নমুখী রাজনীতির পক্ষে। আগামী নির্বাচনে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র আবারও বিজেপির পক্ষেই রায় দেবে এবং বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন অধ্যায় সূচিত হবে এমনটাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সমাবেশে বিভিন্ন যুব সংগঠন, মহিলা মোর্চা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। সমর্থকদের হাতে ছিল ব্যানার, পোস্টার এবং দলীয় স্লোগানে ভরা প্ল্যাকার্ড, যা গোটা এলাকাকে উৎসবমুখর করে তোলে।

গাঁজা উদ্ধার আটক নাবালক চালক

● প্রথম পাতার পর

রাতে। ঘটনায় এক পনেরো বছর বয়সী নাবালককে আটক করা হলেও অটোচালক পালিয়ে গেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ২০ কেজি ২০০ গাম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত সেন গোপন খবরের ভিত্তিতে ওসি সহ পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের নিয়ে এনএসি নগর এলাকায় ওঁত পেতে ছিলেন। টিআর ০৭ত্ত বিত্ত ২৯৯০ নম্বরের কাঁঠালিয়া ভায়া সোনামুড়া রুটের একটি অটো রিক্সা দেখে সন্দেহ হয়।

পুলিশ থামার সংকেত দিতেই অটোচালক অটো ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ পিছু ধাওয়া করলে চালক অটো ফেলে পালিয়ে যায়। অটোতে থাকা পনেরো বছর বয়সী নাবালক রাহুল দাসকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে দুই বস্তায় মোট দশটি প্যাকেটে ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত মনাইপাথর এলাকার বিপ্লব পালের বাড়ি থেকে অটোতে গাঁজার বস্তা তোলা হয়। অটোচালক নন্দু পাল নাবালক রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে গাঁজা নিয়ে বিলোনিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দলকে ডাকা হয়। ডিসিএম সঞ্জয় শীল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে পুলিশ উদ্ধারকৃত গাঁজা সিল করে থানায় নিয়ে যায়। বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত সেন জানান, পলাতক অটোচালক নন্দু পালকে ধরতে তল্লাশি চলছে। আটক নাবালক রাহুল দাসের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দলটি। কংগ্রেস আরও দাবি করেছে, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী বন্ড ইস্যু নিয়েও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধেও একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহার, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাদের দাবি, এই সমস্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি।

এদিন কংগ্রেস জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছে, গণতন্ত্র রক্ষা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একইসঙ্গে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

অস্মিতা ফুটবল লীগে জয় দিয়ে শুরু স্পোর্টস স্কুল ও খুম্পুই একাডেমীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুন শুরু করেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পানিসাগর ও খুম্পুই একাডেমী। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৬ অস্মিতা ফুটবল সিটি লীগ আজ শনিবার থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। বেলা আড়াইটায় উদ্বোধনী ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পানিসাগর ৬-০ গোলের বড় ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী খেলার প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দলের পক্ষে জোহিনা চাকমা দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেছে। এছাড়া সনজিতা রিয়াং দুটি ও লাল মাই রিয়াং একটি গোল করেছে। বিকেল পৌনে চারটায় দিনের পরবর্তী খেলায় খুমপুই একাডেমি ৪০ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘ কে পরাজিত করেছে প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-০ গোলে এগিয়েছিল। বিজয়ী খুমপুই একাডেমির পক্ষে সীমারি দেববর্মা আলিশা রাঙ্খল, শ্রেয়া দেববর্মা ও নিশা জমাতিয়া প্রত্যেকে একটি করে গোল করেন। আগামীকালও দুই গ্রুপের দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল (শনিবার) থেকে টিএফএ আয়োজিত অস্মিতা ফুটবল সিটি লীগ শুরু হচ্ছে। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ ১৬ মহিলাদের অস্মিতা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার মোট ছয়টি দল অংশ নিচ্ছে। দুটি গ্রুপে দলগুলোকে লীগ পর্যায়ে খেলার পর সেরা দুটি দলকে নিয়ে হবে ফাইনাল ম্যাচ। টিএফএ সচিব অমিত চৌধুরী সম্প্রতি টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেন। আগামীকাল (শনিবার) প্রথম দিনে বেলা আড়াইটায় উদ্বোধনী ম্যাচে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগরের বিরুদ্ধে। বিকেল পৌনে চারটায় দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘ এবং খুমপুই একাডেমী পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৬ এপ্রিল রবিবার বেলা আড়াইটায় হাঁপানিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খেলবে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। বিকেল পৌনে চারটায় দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘ ও বৈশ্যমনিপাড়া সোসাইটি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২৭ এপ্রিল বেলা আড়াইটায় হাঁপানিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানি সাগরের খেলা। বিকেল পৌনে চারটায় খুম্পুই একাডেমী খেলবে বৈশ্য মনিপাড়া স্পোর্টস সোসাইটির বিরুদ্ধে। ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৮ এপ্রিল বিকেল তিনটায়।

রীমসা, ঋদ্ধি, পূর্বা, সায়ন্তিকার সৌজন্যে অপরাজেয় ত্রিপুরা রাইজিং কাপের ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। অপরাজেয় ত্রিপুরাও ফাইনালে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজিত নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে সেমিফাইনাল ম্যাচে বিশেষ করে বৃষ্টি বিঘ্নিত খেলায় বিজেডি মেথডে ৬৫ রানের ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। আজ, শনিবার গুয়াহাটিতে জাজেসগ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭ ওভার ১ বল খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে রীমসা কর্মকারের ৫৩ রান, সায়ন্তিকা সূত্রধরের ৩৮ রান উল্লেখযোগ্য। রীমসা ৫২ বল খেলে ৮টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান পায়। সায়ন্তিকা ৩৮ রান পায় ৪০ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি মেরে। মনিপুর পাল্টা ব্যাট করতে নামলে, বৃষ্টি জনিত বিঘ্নতার কারনে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৪ করা হয়। এবং টার্গেট রাখা হয় ১৮৭ রানের। এমতাবস্থায় মনিপুরের মেয়েরা ২১ ওভার ১ বল খেলে ১২১ রান সংগ্রহ করেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরার ঋদ্ধি নমঃ ১ রানে ৩টি, পূর্বা চৌধুরী ২০ রানে এবং অলংকৃতা সাহা ২৬ রানে ২টি কর উইকেট দখল করলে মনিপুর নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে এগুতে থাকে। একমাত্র ভাইভেন লাইশ্রাম ৫১ রান সংগ্রহ করে ৩৯ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারি সহযোগে। বিজেডি মেথডে ত্রিপুরা ৬৫ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে অপরাজেয় ভূমিকায় ফাইনালে পৌঁছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ঋদ্ধি নমঃ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, আগামী ২৭ এপ্রিল, সোমবার ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা ও আসাম পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

গুয়াহাটিতে রাইজিং কাপ ক্রিকেটে মিজোরামকে হারিয়ে আসাম ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজেয় আসাম ফাইনালে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় বারের মতো আয়োজিত নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে সেমিফাইনাল ম্যাচে আসাম ১০ উইকেট এর ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। আজ, শনিবার গুয়াহাটির ফালাঙে ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে মিজোরাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ৩৫ ওভারের মধ্যে ৩০ ওভার ২ বল খেলে মিজোরাম ৪৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার তথা দলনেত্রী রেমরোয়াতি সর্বাধিক ১২ রান পায়। আসামের ঈশিতা চন্দ এক রানে তিন উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া প্রিন্সি প্রিয়া বোড়া দুই রানে এবং এসপি চার রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। তাছাড়া মিষ্টু দেবনাথ ও কঙ্কনা বৈশ্য পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৫ ওভার ৩ বল খেলে আসাম কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনিং জুটিতে মূরশানা বড়ুয়া ১৩ রান এবং দলনেত্রী আরাধ্যা দত্ত ২২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ঈশিতা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে নতুন শর্ত আমেরিকার ঘোষণা মার্কিন বিদেশসচিব রুবিয়োর

ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে ইরানের উপর নতুন শর্ত চাপাল আমেরিকা। শর্ত মানলে তবেই ইরানের ফুটবল দলকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। আগামী বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ অবশ্য এখনও নিশ্চিত নয়।আগামী ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডা। গ্রুপ পর্বে ইরানের সব ম্যাচই রয়েছে আমেরিকায়। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকেই বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তা আরও বাড়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মন্তব্যের জন্য। আপাতত যুদ্ধবিরতি চললেও আমেরিকার সঙ্গে ইরানের প্রথম দফার সমঝোতা বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। তাতে হরমুজ প্রণালীতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে রুবিয়োর মন্তব্য নতুন জল্পনা তৈরি করেছে।বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আমেরিকার বিদেশসচিব বলেছেন, "ইরানের ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় আসা নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। ইরানের খেলোয়াড়দের নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দলের সঙ্গে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) কেউ থাকতে পারবেন না। ফুটবলারদের সঙ্গে যাঁরা আসবেন, তাঁদের কেউ যেন কোনও ভাবে আইআরজিসির সঙ্গে যুক্ত না হন। তেমন কেউ থাকলে আমরা হয়তো তাঁকে আমেরিকায় ঢুকতে দেব না।"রুবিয়ো আরও বলেছেন, "আমেরিকার পক্ষ থেকে কখনও বলা হয়নি বিশ্বকাপ খেলতে ইরানের ফুটবলারেরা আসতে পারবে না। কিন্তু আইআরজিসি জঙ্গিদের সাংবাদিক বা ট্রেনার সাজিয়ে নিয়ে আসা যাবে না।" উল্লেখ্য, আইআরজিসিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।রুবিয়ো ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আশ্বাস দিলেও কয়েক দিন আগে সংশয় বাড়িয়েছিলেন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ পাওলো জামপোলি। তিনি বলেছিলেন, ইরানের পরিবর্তে বিশ্বকাপে ইটালিকে খেলার সুযোগ দেওয়া হোক। ফিফা অবশ্য তাঁর ওই মন্তব্য সমর্থন করেনি। আবার আমেরিকা থেকে ইরানের ম্যাচ সরানোর দাবিও খারিজ করে দিয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বকাপ আয়োজন সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না। অন্য দিকে ট্রাম্পও সুর নরম করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, "আমরা ইরানের ফুটবলারদের উপর সংঘাতের কোনও প্রভাব ফেলতে চাই না।"ট্রাম্প কিছু দিন আগে সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।" তার জবাবে ইরানের ফুটবল দলের পক্ষে বলা হয়েছিল, "বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা হলেই ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"এশিয়ার অন্যতম সেরা দল হিসাবে গত বছর বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি তাদের খেলার কথা লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটেলে। ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক সব কিছু খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে বিতর্ক

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে আবার শোরগোল। দল খারাপ খেলার কারণে গোটা বোর্ডকে বাতিল করে দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকে। শুক্রবার রাতের দিকে বোর্ডের প্রধান শাম্মি সিলভার সঙ্গে দেখা করার কথা অনুরার। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বোর্ডকর্তাদের নিয়োগ করা হতে পারে।সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, সিলভাকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ক্রিকেট খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নিয়োগ করা হতে পারে। শ্রীলঙ্কায় ১৯৭৩-এর ক্রীড়া আইন অনুযায়ী ক্রীড়ামন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কোনও ক্রীড়াসংস্থার বোর্ড বাতিল করে দেওয়ার। তবে আইসিসি-র নিয়ম এটির সম্পূর্ণ উল্টো।জানা গিয়েছে, অনুরা চাইছেন সিলভা নিজে থেকেই পদত্যাগ করুন। ১ মে থেকে নতুন প্রশাসন দায়িত্বে আসুক, এমনটাই চাইছেন অনুরা। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের বিদ্রোহ, আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার পতন এবং সাম্প্রতিক কালে দলের খারাপ খেলা নিয়ে ক্ষুব্ধ দেশের প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, গত বছর নির্বাচনে জিতেছিলেন সিলভা। ২০২৭-এর মে পর্যন্ত তাঁর কাজের মেয়াদ। গত নভেম্বরে ক্রীড়ামন্ত্রীর নির্দেশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। পরে আদালতের নির্দেশে পুরনো পদে পুনর্বহাল হন। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে এ ভাবেই অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি নিয়োগ করায় শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ খারিজ করে দিয়েছিল আইসিসি। ফলে ২০২৫-এ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারেনি তারা। তবে সরকার জানিয়েছে, সিলভাকে সরানোর সিদ্ধান্ত আইসিসি-কে জানিয়েই নেওয়া হবে।

২৩৩ বলে ৫২৯! বোলারদের বধ্যভূমিতে রেকর্ড রান তাড়া করে দিল্লিকে হারাল পঞ্জাব, ভেঙে গেল কেকেআরের লজ্জার নজির

আইপিএলে দিল্লির মাঠে দেখা গেল রানের বন্যা। দিল্লি বনাম পঞ্জাব ম্যাচে পাটা পিচে দুই দলই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলল। শেষ পর্যন্ত জিতল পঞ্জাব। একাধিক নজির-সহ শতরান করলেন কেএল রাহুল। দিনের শেষে তাঁর শতরান দাম পেল না। নজর কেড়ে নিল প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিংহের ব্যাটিং। তবে পঞ্জাবকে জিতিয়েছে শ্রেয়স আয়ারের ব্যাটিং। দু'বার তাঁর ক্যাচ পড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। প্রথমে ব্যাট ২৬৪/২ তুলেছিল দিল্লি। জবাবে পঞ্জাব তোলে ২৬৫/৪।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২৬৫ রান তাড়া করে তোলা একেবারেই সহজ নয়। অবশ্য পঞ্জাব অতীতেও এই কাজ করে দেখিয়েছে। ২০২৪-এ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতার তোলা ২৬১ রান তাড়া করে জিতেছিল তারা। সেটাই এখনও পর্যন্ত আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়। সেই ম্যাচে কলকাতার অধিনায়ক শ্রেয়স হতাশ চোখে দলের হার দেখেছিলেন। এ দিন দলের জয়ের সাক্ষী থাকলেন তিনি। নিজেই দলকে জেতালেন। তবে সাহায্য পেলেন করুণ নায়ারের। দিল্লির ক্রিকেটার দু'টি লোপ্পা ক্যাচ না ফেলে দিলেন এই ম্যাচ পঞ্জাবের

জেতার কথাই নয়।পঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য এবং প্রভসিমরন সিংহ আগ্রাসী খেলার জন্যই বিখ্যাত। এ দিন তাঁরা সম্ভবত সেরা খেলাটা খেলে গেলেন। আকিব নবিকে ছয় মেরে শুরু করেন প্রিয়াংশ। এর পর শেষ বলেও আসে ছয়। দ্বিতীয় ওভারে মুকেশ কুমার দেন ২১ রান। দু'টি ছয় এবং একটি চার হজম করেন তিনি। ষষ্ঠ ওভারে মুকেশকে ছ'বলে ছ'টি চার মারেন প্রভসিমরন। পাওয়ার প্লে-তে ১১৬ রান তুলে ফেলে পঞ্জাব। আইপিএলের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান পাওয়ার প্লে-তে।তখনই বোঝা গিয়েছিল, এই পিচে আর বোলারদের জন্য কিছু নেই। এর পর ম্যাচ যত এগিয়েছে তত পঞ্জাবের দাপট বেড়েছে। প্রভসিমরন (২৬ বলে ৭৬) আউট হওয়ার পর আচমকাই রানের গতি কিছুটা কমে যায়। তিন ওভারে ওঠে মাত্র ২০ রান। সমস্যা আরও বাড়ে কুপার কনোলি (১৭) আউট হওয়ার পরে। শ্রেয়স এবং নেহাল ওয়াধেরা ক্রিজে আসার পর থিতু হতে সামান্য সময় নেন। তার পরেই চালিয়ে খেলতে শুরু করেন তাঁরা।১৫তম ওভারের শেষ বলে করুণ প্রথম বার ক্যাচ ছাড়েন শ্রেয়সের। দু'বল পর আবার ক্যাচ ছাড়েন তিনি। এ বার কুলদীপের বলে। বুদ্ধিমান শ্রেয়স এই দুই সুযোগ ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে জিতিয়ে যান তিনি। ৩৬ বলে ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ওয়াধেরা অপরাজিত থাকেন ১৫ বলে ২৫ করে।তার আগে, শনিবার দুপুরে কোটলা মাতিয়ে যান রাহুল। দল জিতুক বা হারুক, আইপিএলে কখনও থামে না রাহুলের ব্যাট। তবে এ বার কয়েকটি ম্যাচে বড় রান পাননি। সেই রাহুলকে সেরা ফর্মে দেখা গেল শনিবার কোটলায়। পঞ্জাবের বোলিংকে ছিন্নভিন্ন করে শতরান করেন দিল্লির ওপেনার। বুঝিয়ে দেন, তিনি ফুরিয়ে যাননি। মরসুমে প্রথম বার এতটা খারাপ দেখিয়েছে পঞ্জাবের বোলিং। পাল্লা দিয়ে খেলেন নীতীশ রানাও।গুজরাতের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য শতরান (৯২) পাননি রাহুল।তার পর বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছিলেন। নিজের পুরনো দল পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আরও আগ্রাসী দেখিয়েছে তাঁকে। রাহুলের সামনে দাঁড়াতে পারেননি পঞ্জাবের কোনও বোলার। রাহুলের দু'টি ক্যাচ ফেলার খেসারত দিতে হয়েছে পঞ্জাবকে। রাহুল শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৬৭ বলে ১৫২ রানে। মেরেছেন ১৬টি চার এবং ৯টি ছয়। আইপিএলের ইতিহাসে এটি ব্যক্তিগত রানের নিরিখে তৃতীয় সর্বোচ্চ।দিল্লিতে ৪১ ডিগ্রি গরমের মধ্যে দুপুরবেলায় ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরায় দেখা গেল, বেশির ভাগ দর্শকই কান, মাথা ঢেকে রোদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন। দর্শকদের আরাম দিতে ব্যবস্থা করা হয়েছিল 'স্প্রিঙ্কলার'-এর। তাতে যদি শারীরিক আরাম পাওয়া যায়, তা হলে চোখের আরাম উপহার দেয় রাহুলের ব্যাটিং। পঞ্জাবের বোলারদের আগে এতটা অসহায় লাগেনি। অশদীপ সিংহের মতো বোলারও দিশা খুঁজে উইকেটে ২২০ রানের জুটি গড়েছেন। প্রথম ওভারে আট রান ওঠে। এর পর প্রতি ওভারে নিয়ম করে ১০-এর বেশি রান উঠতে থাকে। এই জুটি সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিল বিজয়কুমার বিশাখের উপরে। তাঁর প্রথম ওভারে দু'টি চার এবং একটি ছয় মেরে ১৬ রান নেন এই জুটি।বেশি আগ্রাসী ছিলেন রাহুলই। তিনি প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছিলেন। একটি ওভারে রাহুলের সমান রান হয়ে যায় নীতীশের। জেভিয়ার বার্টলেটের সেই ওভারে দু'টি ছয় এবং চারটি চার মারেন নীতীশ। ওঠে ২৮ রান। চাপের মুখে রান দিয়ে ফেলেন অশদীপও। তাঁর তৃতীয় ওভারে আসে ২০ রান। ১৫তম ওভারে মার্কো জানসেনকে চার মেরে শতরান পূরণ করেন রাহুল। আইপিএলে এটি তাঁর ষষ্ঠ শতরান। ১৬তম ওভারে বিশাখ দেন ২৪ রান।আইপিএলে দ্রুততম শতরান করেছেন রাহুল। এ দিন ৪৭ বলে শতরান করেন। এর আগে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৫৬ বলে শতরানটিই দ্রুততম ছিল। পাশাপাশি, দিল্লির ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রানও হল তাঁর। আগের নজির ছিল ঋষভ পন্থের ১২৮। নীতীশের সামনেও সুযোগ ছিল শতরান করার। তবে ১৯তম ওভারে বার্টলেটের বলে তুলে মারতে গিয়ে আউট হন তিনি। ১১টি চার এবং ৪টি ছয়ের সাহায্যে ৪৪ বলে ৯১ রান করেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি সেমিফাইনালে ব্লাডমাউথ-স্ফুলিঙ্গ শতদল-জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (রবিবার) টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল সাড়ে আটটায় প্রথম সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় একই মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শতদল সংঘ ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাবকে ২৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে বি গ্রুপের রানার্স আপ টিম স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৩২ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ৬ উইকেটের ব্যবধানে পোলস্টারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। শতদল সংঘ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ৪২ রানের ব্যবধানে হার্ভেকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উমাকান্ত কোচিং সেন্টার এবারও হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার প্রদান করবে। আগামী ৩ মে, রবিবার, উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের সামনে বিকেল সাড়ে চারটায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার প্রদান করা হবে। এবার এই পুরস্কার পাচ্ছেন বিবেকানন্দ ক্লাবের তরুণ ফুটবলার সোহেল মিয়া। তিনি টিএফএ পরিচালিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে অংশগ্রহণ করেন। একই মঞ্চে রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে নির্মল বরণ চক্রবর্তী এবং ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে দিলীপ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে রাজ্য ফুটবলে তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা উমাকান্ত কোচিং সেন্টার আবারও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে যাচ্ছে। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের সম্পাদক দীপঙ্কর দাশ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ভাগনার, আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

গুজরাতের বিরুদ্ধে ৮১ রানের ইনিংসে তিন কীর্তি কোহলির

বিরাট কোহলির মুকুটে নতুন পালক। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে তিনটি নজির গড়েছেন কোহলি। দু'টি ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে কীর্তি গড়েছেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে শুভমন গিলের দলের বিরুদ্ধে ৪৪ বলে ৮১ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। মেরেছেন ৮টি চার এবং ৪টি ছয়। এই ইনিংসের সুবাদেই কীর্তিগুলি গড়েছেন। শুক্রবারের ম্যাচের আগে আইপিএলে কোহলির ছক্কার সংখ্যা ছিল ২৯৯। এই ম্যাচের পর তাঁর ছক্কার সংখ্যা ৩০৩। তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে ৩০০ ছক্কার মাইলফলক স্পর্শ করলেন কোহলি। প্রথম দু'জন হলেন ক্রিস গেল (৩৫৭) এবং রোহিত শর্মা (৩০৯)। তবে কোহলি ৩০৩টি ছক্কাই মেরেছেন আরসিবির জার্সি গায়ে। প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে আইপিএলের একটি দলের হয়ে ৩০০টি ছয় মারার নজির গড়েছেন কোহলি। এই কৃতিত্ব গেল বা রোহিতের নেই।ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন কোহলি। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে কোনও একটি দেশে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ১০ রান করার নজির গড়লেন তিনি। সব ধরনের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ মিলিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। গুজরাত ম্যাচের পর ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোহলির রান ঠিক ১০ হাজার।এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রোহিত। তিনি ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে করেছেন ৮৫৬৩ রান। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান। তিনি ভারতের মাটিতে ৭৬২৭ রান করেছেন টি-টোয়েন্টিতে। তালিকায় চতুর্থ নাম জেমস ভিন্স। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁর ৭৪৯২ রান রয়েছে টি-টোয়েন্টিতে। তালিকায় পঞ্চম সঞ্জু স্যামসন। ভারতের মাটিতে কেরলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের ৭২৫৪ রান রয়েছে এখনও পর্যন্ত।

কব্জির চোটে ফরাসি ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন আলকারাজ

আশঙ্কাই সত্যি হল। কব্জির চোটের কারণে ফরাসি ওপেনে খেলতে পারবেন না কার্লোস আলকারাজ। তিনি নাম তুলে নিয়েছেন। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন স্পেনের খেলোয়াড়। গত দু'বারের ট্রফিজয়ী খেলোয়াড়ের হ্যাটট্রিক হচ্ছে না এ বার। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই দাবিদার হিসাবে নামবেন ইটালির ইয়ানিক সিনার। গত সপ্তাহে বার্সেলোনা ওপেন থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন আলকারাজ। এর পর ১৭ এপ্রিল মাদ্রিদ ওপেন থেকেও নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। তখনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ফরাসি ওপেনে তাঁর খেলা নিয়ে। সেটাই সত্যি হল। চোটের কারণে খেলতে পারবেন না সাত বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী খেলোয়াড়। এ দিন একটি বিবৃতিতে আলকারাজ লিখেছেন, "আজকের শারীরিক পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল সাবধানী থাকা এবং রোম ও রোলঁ গারোজে অংশ না নেওয়া। ভবিষ্যতে শারীরিক পরীক্ষা করানোর পর বুঝতে পারব কবে কোর্টে ফিরতে পারব। আমার কাছে এটা খুব জটিল মুহূর্ত। তবে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে শক্তিশালী হয়ে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী।"আলকারাজ না থাকায় ফরাসি ওপেনে 'সিনকারাজ' দ্বৈরথ, অর্থাৎ সিনারের সঙ্গে তাঁর ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা আর থাকল না। গত বার ফাইনালে সিনারকে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের লড়াইয়ে হারিয়েছিলেন তিনি। গত বছর ইউএস ওপেনের ফাইনালেও খেলেছিলেন। সে বারও জিতেছিলেন আলকারাজ। অবশ্য সম্প্রতি আলকারাজকে হারিয়ে মন্টে কার্লো মাস্টার্স জিতেছিলেন সিনার।

সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল বিরোধীতায়

শহরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাহুলের কুশ পুত্তলিকা দাহ

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধিতা করে মহিলাদের প্রতি অবিচার করেছে বিরোধী দলগুলি। যা কোনভাবেই কাম্য ছিল না। আগামীতে এর যোগ্য জবাব দেবেন মহিলারা। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ার প্রতিবাদে আজ আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত জনআক্রোশ মহিলা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। সবাই যেন বিধানসভার মধ্যে আমরা যে মোশন প্রস্তাব আনছি সেটাকে সমর্থন করে। আপনারা সবাই জানেন যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম নামে যে বিল ২০২৩ - সেটা আইনে পরিণত হয়েছিল। আইনে পরিণত হওয়ার পর অনেক সময় সংশোধনী আনতে হয়। সংশোধন করতে গিয়ে দেখা যায় যে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন করতে হয়। এরজন্য এটা সংসদে আনা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে এই প্রয়োজন দেখা দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালে এপ্রিল মাসে আবার সংসদে এই বিলটি সংশোধনের লক্ষ্যে পেশ করা হয়। এর প্রেক্ষাপটে মূল কারণ হচ্ছে এটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক দেরিতে করতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে যতক্ষণ ধরে আদমশুমারি শেষ না হবে ততক্ষণ এটা লাগু করা যাবে না। কারণ বর্তমানে আদমশুমারি প্রক্রিয়া চলছে। সেই হিসেবে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারজন্য সংশোধনীর জন্য আবার এই বিলটি আনা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাইছেন সকলের বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে যেহেতু বিলটি পাস হয়েছিল তাই সেটিকে আরো কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে ২০১১ সালের সেন্সাসের উপর ভিত্তি করে কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিরোধী জোট কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি এই বিলের বিরোধিতা করে।

ডাঃ সাহা বলেন, বিরোধী দলগুলির বিরোধিতার মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। যা কোনভাবেই ঠিক হয়নি। আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা। আর তাদের উপরই একটা আঘাত আনা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ মহিলাদের পক্ষ থেকে ধিক্কার ও আক্রোশ মিছিল করা হচ্ছে। আগামীদিনে এর যোগ্য জবাব দেবেন মহিলারা।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

বৃদ্ধভাতা থেকে বঞ্চিত দুই বোন, চরম অনটনে দিন কাটছে পরিবারে

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল : কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাসকারী ৬০ উর্ধ দুই বোন তুলো রানি দাস ও তরু বালা দাস দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধভাতা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ উঠেছে। বহু বছর ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি বলে জানান তারা।

জানা গেছে, তরু বালা দাসের স্বামী বা সন্তান কেউ নেই। জীবনের শেষ পর্বে তিনি বর্তমানে বোন দুলু রানি দাস ও বোনের ছেলে রঞ্জিত দাসের সঙ্গে বসবাস করছেন। রঞ্জিত দাস পেশায় একজন দিনমজুর। তার আয়ে নির্ভর করেই চলতে হচ্ছে পরিবারের সকলকেমা, মাসি, স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে কোনোরকমে দিন কাটছে তাদের।

অভিযোগ, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়া সত্ত্বেও রঞ্জিতের আয় অত্যন্ত সীমিত। মানুষের বাড়িতে কাজ করে যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে চরম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে গোটা পরিবারে।

বৃদ্ধা দুলু রানি দাস জানান, বাম আমল থেকেই তারা দুই বোন বৃদ্ধভাতার জন্য আবেদন করে আসছেন। কিন্তু এত বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ভাতা মেলেনি।

এদিকে, এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিক প্রশাসন, যাতে এই দুই অসহায় বৃদ্ধা সরকারি সহায়তা পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন।

আগরতলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের যৌথ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের চতুর্থ যৌথ রাজ্য দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন জাকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলো। শহরের মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম মঞ্চে আয়োজিত এই সম্মেলনে দুই সংগঠনের বহু সদস্য ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের শীর্ষ কর্মকর্তারা। সম্মেলনে ব্যাংক কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, গ্রাহক পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনকে আগামী দিনে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি ব্যাংকিং পরিষেবাকে আরও উন্নত করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেন।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ধর্মনগরে রড চুরি মামলায় আরও ২ গ্রেফতার পুলিশের উপর হামলার চেষ্টা অভিযুক্তদের

ধর্মনগর, ২৫ এপ্রিল : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে আবাসিক বিদ্যালয়ের নির্মাণস্থল থেকে রড চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের সময় অভিযুক্তরা পুলিশের উপর হামলার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মীনা দেববর্মা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ এপ্রিল ধর্মনগর থানার অন্তর্গত সোনারুবাসা বনবাড়ি এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি আবাসিক স্কুল ভবন থেকে বিপুল পরিমাণ রড চুরির ঘটনা ঘটে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পরিচালিত 'পূজ্য অশোক সিংঘল সেবা প্রকল্প'-এর অধীনে নির্মীয়মাণ ওই ভবন থেকে রড চুরির অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ প্রায় দেড় টন চুরি যাওয়া রড উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় আগে ইয়াকুবনগর এলাকার বাসিন্দা গয়াস মিয়া ও তার ছেলে রাহুল মিয়াকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

পরবর্তীতে তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, উদ্ধার হওয়া রড একটি পুকুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই পুকুরের মালিক সুলাজ মিয়াকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে শুক্রবার রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় সুলাজ মিয়া পালানোর চেষ্টা করে পুকুরে ঝাঁপ দেয় এবং পুলিশকে আক্রমণের চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হলে একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আব্দুল কালাম নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তদের বাড়ি ভাগ্যপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

ধৃতদের শনিবার ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় চুরি ও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বাড়িঘর, দোকানপাট, নির্মীয়মাণ ভবন থেকে শুরু করে মোটরবাইককিছুই চোরদের হাত থেকে নিরাপদ নয় বলে অভিযোগ উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

তেলিয়ামুড়ায় কংগ্রেসের 'সৃজন অভিযান'-এর তৃতীয় দিন, সংগঠন মজবুত করার ওপর জোর

তেলিয়ামুড়া, ২৫ এপ্রিল: প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে চলা 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া জেলায় সাত দিনব্যাপী কর্মসূচির তৃতীয় দিন কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত প্রবারী রাহুল বল এবং খোয়াই জেলার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবারী শান্তনু পাল। তাঁদের উপস্থিতিতে জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরের কমিটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রামচন্দ্রঘাট, আশারাম বাড়ি, কল্যাণপুর, প্রমোদনগর এবং তেলিয়ামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকার কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে মতবিনিময় করেন নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনকে কীভাবে সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, খোয়াই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের প্রভারি এবং শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল।

বৈঠকে কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবজার্ভার রাহুল বল সাংবাদিকদের জানান, এই জনসংগঠনমূলক কর্মসূচি আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

৬৪ লাখ টাকা উদ্ধারকাণ্ডে ডিএফও-র সরকারি আবাসনে ভিজিল্যান্সের হানা

বিলোনিয়া,২৫ এপ্রিল: আগরতলা রেলস্টেশনে ৬৪ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এবার দক্ষিণ জেলার বন আধিকারিক গৌরব রবীন্দ্র ওয়াগের বিলোনিয়াস্থিত বাসভবনে হানা দিল ভিজিল্যান্স। আজ সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় ভিজিল্যান্সের জিজ্ঞাসাবাদ। ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ ভিজিল্যান্সের একটি টিম ডিএফও গৌরব রবীন্দ্র ওয়াগে এবং তার বাসভবনের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। এইসময় বাসভবনে নিরাপত্তারক্ষীরাও উপস্থিত ছিলো। তদন্তের স্বার্থে বাসভবন থেকে বিভিন্ন নথিপত্র, সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও ড্রোন ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় ঋষ্যমুখ বন বিভাগের এক ফরেস্ট রেঞ্জার, রাজনগর তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের এক ফরেস্ট অফিসার সহ আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে গোপন লেনদেনের যোগসাজশে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশনে ৬৪ লাখ টাকা সহ ধরা পড়েন দক্ষিণ জেলার ডিএফও গৌরব রবীন্দ্র ওয়াগের মামা। মামা গ্রেপ্তার হওয়ার পর বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন ডিএফও। ভিজিল্যান্স তদন্ত করে দেখছে এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস কী। অনেকে সন্দেহ করছেন, ডিএফও, ফরেস্ট রেঞ্জার ও অন্যান্য বন দপ্তরের কর্মীদের যোগসাজশে অবৈধভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে ঘটনার তদন্ত চলছে।

শান্তিরবাজারে জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনা, আহত যুবক

শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক যুবক। শুক্রবার গভীর রাত, আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কাছে খবর আসে যে, টিআর-০৮ এইচ ৫২১৩ নম্বরের একটি বাইকসহ এক যুবক রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা। সেখান থেকে আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, আর কে গঞ্জ শান্তাফা স্কুলে আয়োজিত বৈশাখী মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে বাইখোঁড়া পিএইচসি-তে সচেতনতা কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল: আজ, ২৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোঁড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালন করা হয়। এবছরের মূল ভাবনা ছিল "আমরা পারি! আমরা অবশ্যই করতে পারি ম্যালেরিয়া নির্মূল।" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে আশা কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ম্যালেরিয়া সম্পর্কে একটি বিশেষ আলোচনা ও ওরিয়েন্টেশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেশনে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ, প্রতিরোধ, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয়, সম্পূর্ণ চিকিৎসা গ্রহণ এবং রোগীর যথাযথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ জে. এম. দাস, সিএমও, দক্ষিণ ত্রিপুরা। তিনি ম্যালেরিয়া নির্মূলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মনীশ চৌধুরী (ডিএমও, দক্ষিণ ত্রিপুরা), ডাঃ রুবি হালদার (এমওআইসি, বাইখোঁড়া পিএইচসি) এবং ডাঃ দেবব্রত দাস (এম ও আয়ুষ)। কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, কোথাও জল জমতে না দেওয়া, নিয়মিত মশারি ব্যবহার করা, প্রয়োজনে ঘরে কীটনাশক স্প্রে করা এবং জ্বর হলে দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ধরনের উদ্যোগ ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে জনসংখ্যা ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে কনভেনশন

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: রাষ্ট্রীয় হিন্দু ফ্রন্ট ও জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে শনিবার শহরের মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জনসংখ্যা ও সামাজিক সমস্যার সমাধান ছিল মূল আলোচ্য বিষয়।

কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব করসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক, তার প্রভাব এবং সম্ভাব্য

বিশালগড়ে ৬ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ এপ্রিল: আজ থেকে বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটির উদ্যোগে এবং বিশালগড় পুরপরিষদ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি ও অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় ৬ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বিশালগড় বৈশাখী মেলা শুরু হয়েছে। নিউমার্কেট সংলগ্ন বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতশী দাস।

উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বিশালগড় বৈশাখী মেলার ঐতিহ্য, প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় পুরপরিষদের কাউন্সিলর রতন দেব। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা লোকনৃত্য, লোকগান, শাস্ত্রীয় সংগীত সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী। বক্তব্যে তিনি আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটির সভাপতি হরিদাস বণিক।

গো-হত্যা বন্ধের দাবি, আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে 'গোমাতা সম্মান আহ্বান অভিযান'

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: গো-হত্যা বন্ধ করা এবং জাতীয় পর্যায়ে 'গোমাতা'র প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করল 'গোমাতা সম্মান আহ্বান অভিযান'। সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহারাজ স্বামী গোর গোপাল মহারাজসহ অন্যান্য পদাধিকারীরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মহারাজ স্বামী গোর গোপাল মহারাজ জানান, সমগ্র ভারতে গো-হত্যা বন্ধ করা এবং জাতীয় পর্যায়ে গোমাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই দাবিকে সামনে রেখে আগামী ২৭ এপ্রিল দেশজুড়ে কর্মসূচি পালন করা হবে বলে তিনি জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়

ত্রিপুরা সমন্বয় কমিটির ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, সংগ্রামী ঐতিহ্য রক্ষার শপথ

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: ত্রিপুরা সমন্বয় কমিটির এইচ বি রোড মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা, সংগ্রামী চেতনা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নেতা জলধর দেববর্মা। উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, টিজিই-এর বিভাগীয় সম্পাদক সুমন ঘোষ, টিজিটি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিক্ষক নিলয় বাবু, প্রাক্তন কর্মচারী নেতা গোবিন্দ দেববর্মা এবং বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন শিক্ষক দিলীপ দাস।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনার ধারাকে তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষক সমাজ এবং সাধারণ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠন অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। "সংগঠন ছিল, আছে এবং থাকবে"এই অটল বিশ্বাস ব্যক্ত করেন তাঁরা।

সংগঠন গড়ে তোলার পথে শাসকশ্রেণির দমন-পীড়ন, অত্যাচার ও জেল-জুলুমের ঘটনাও স্মরণ করেন বক্তারা। তাঁদের মতে, আন্দোলনের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না, তবে কর্মীদের আত্মত্যাগ, আদর্শ ও ঐক্যের শক্তিতেই সংগঠন আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে।

এদিন কিছু বুর্জোয়া ও সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও তীব্র সমালোচনা করা হয়, যারা সংগঠনের নামে বিভ্রান্তিমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। বক্তারা এই ধরনের অপচেষ্টাকে শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক ঐক্যকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন এবং সচেতন কর্মী-সমর্থকদের এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরও বলেন, প্রকৃত গণআন্দোলন কখনোই ব্যক্তিস্বার্থ বা সংকীর্ণ রাজনীতির হাতিয়ার হতে পারে না; বরং তা সর্বদা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ ও মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। তাই সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থেকে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে সংগঠনের আদর্শ, নীতি ও সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করা হয়। নেতৃবৃন্দ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, মানুষের অধিকার আদায়ের এই লড়াই ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং সংগঠন আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে যাবে।

তীব্র দাবদাহে স্বস্তির ঠিকানা, মেলাঘরে কাজী মহাসিনের ভেজালহীন আখের রস ও ডাবের কদর

মেলাঘর, ২৫ এপ্রিল: তীব্র দাবদাহে নাজেহাল জনজীবন। প্রখর রোদ আর অসহনীয় গরমে যখন মানুষ স্বস্তির খোঁজে ছুটছে, ঠিক সেই সময় মেলাঘরের ইন্দিরা নগরে পথচলতি মানুষের কাছে স্বস্তির পরশ হয়ে উঠেছেন কাজী মহাসিন। ভেজালমুক্ত আখের রস ও কচি ডাব বিক্রি করে তিনি একদিকে যেমন মানুষের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন, অন্যদিকে সততার সঙ্গে চালাচ্ছেন নিজের সংসার।

মেলাঘর-সোনামুড়া মূল সড়কের ইন্দিরা নগর সরদার বাড়ি মসজিদের বিপরীত দিকে গেলেই দেখা মেলে তার ছোট্ট দোকানের। একটি আখ মাড়াই মেশিনকে কেন্দ্র করে দিনভর ব্যস্ত সময় কাটে মহাসিনের। গত সাত বছর ধরে একই স্থানে তিনি টাটকা ও ভেজালহীন আখের রস পরিবেশন করে আসছেন। পাশাপাশি ক্রেতাদের জন্য রয়েছে কচি ডাবের ব্যবস্থাও।

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন কেমিক্যালযুক্ত ঠান্ডা পানীয়র ভিড় থাকলেও সচেতন মানুষের পছন্দ এখন প্রাকৃতিক পানীয়। সেই কারণে মহাসিনের দোকানে প্রতিদিনই ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পথচলতি বাইক আরোহী থেকে শুরু করে চার চাকার যাত্রী সবাই একটু থেমে এক গ্লাস টাটকা আখের রস পান করে নিচ্ছেন।

ভেজালের ভিড়ে বিশুদ্ধতার এই প্রয়াস এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে। তীব্র গরমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা প্রদান এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহএই দুইয়ের সমন্বয়ে কাজী মহাসিন আজ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

তীব্র দাবদাহে মানবিক উদ্যোগ পথচলতি মানুষদের পাশে লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা মেট্রো

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা মেট্রো। শহরের আই জি এম হাসপাতালের সামনে পথচলতি মানুষের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় ও তরমুজ বিতরণ করা হয়।

শুধু তাই নয়, প্রখর রোদে রাস্তায় কাজ করা রিক্সা চালকদের কথাও ভোলেনি সংগঠনটি। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ছাতা, যাতে কিছুটা হলেও গরম থেকে রেহাই পান তারা। এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। পথচলতি মানুষ এবং রিক্সা চালকরা লায়ন্স ক্লাবের এই মানবিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গোমতী জেলায় গণ-স্ক্রিনিং ও সচেতনতা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: পতঙ্গবাহিত রোগ দমনে এক সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গোমতী জেলার বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সচেতনতা র্যালি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালন করা হয়েছে।

গোমতী জেলার জেলা পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আধিকারিক ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী জানান, আজ গর্জি আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেখানে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা যাত্রীদের গণ-স্ক্রিনিং করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। একইভাবে, ম্যালেরিয়া প্রবণ অম্পি এলাকায় অম্পিনগর এইচএস স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা একটি বিশাল র্যালির আয়োজন করেন। পরবর্তীকালে যুব সমাজকে সচেতন করতে একটি আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অমরপুর ব্লকে মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ফিল্ড অপারেশন চালানো হয়। স্বাস্থ্য কর্মীরা পশ্চিম মালবাসা এসবি স্কুল, কাসকো, দক্ষিণ মইলাক এবং পশ্চিম কালাঝারি এলাকা পরিদর্শন করেন। মশার বংশবিস্তার রোধে খুপিলং মন্ত্রী পাড়া, অজিলা বাড়ি, রোছনাধান পাড়া এবং নিত্যবাজারে সাইফ্লুথ্রিন স্প্রে করা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেলাগাং ও করবুক এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদিন জেলাজুড়ে মোট প্রায় ৩২০টি ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে।

ম্যালেরিয়া অভিযানের সমান্তরালে, জানকী সুন্দরী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে "অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ পাখওয়াড়া" পালিত হয়। মগপুষ্করিণী সরকারি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি (আয়ুষ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যের পাশাপাশি মা ও শিশুর পুষ্টি, শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ এবং শারীরিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। একটি রোগ-প্রতিরোধী সমাজ গঠনে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

বর্তমানে জেলাজুড়ে ম্যালেরিয়া নির্মূলকরনের কাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলিতে কাজ চলছে বলে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas